কাব্যগ্রন্থ

নীরা, হারিয়ে যেও না

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

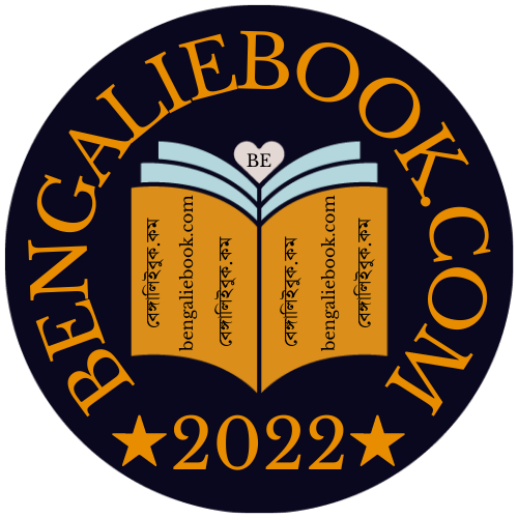

সূচিপত্র

আজ সারাদিন 3
আত্মজীবনীর খসড়া 4
আমাদের কৈশোরের 6
আরও গভীরে 7
আশ্চর্য নদী 8
এই আমাদের প্রেম 11
এই দৃশ্যে 12
একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি 12
জল যেন লেলিহান আগুন 13
তিনি এবং আমি 16
দর্পণের মধ্যে 18
দুটি আহ্বান 19
দুদিক জ্বালানো মোম 22
দেখা হলো কি দেখা হলো না 23
দেখা হলো না 24

নীরা, হারিয়ে যেও না..... ২৪
নীরাকে দেখা ২৯
পাগলে পাগলে খেলা ৩০
বকুল, বকুল, কথা বলো ৩১
বসুধৈব..... ৩২
বিকেলের বর্ণফেরা..... ৩৩
মন্ত্র..... ৩৪
মাদারির খেলা, এই আছে, এই নেই ৩৫
যার জন্য সারা জীবন..... ৩৮
রাজসভায় মাধবী..... ৩৯
রাশিয়ান রুলেৎ ৫৪
সমুদ্রের এপারে ওপারে ৫৪
সারাজীবন ৫৯
সে আসবে, সে আসবে..... ৬০
হাত..... ৬১

আজ সারাদিন

আজ সারাদিন একটাও কথা বলিনি কারুর সঙ্গে

ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে শুনছি কোলাহলময় সঙ্গীত
পায়ে ক্ষীণ ব্যথা, জুতো খোলা যাক, খালি পায়ে দিক হাওয়া
বুড়ো আঙুলের নখদর্পণে ঝলসে উঠলো প্রাক রজনীর চাঁদ
হাঁটু গেড়ে বসি, এত ধুলোময় জগতে আমার চাঁদের গায়েও ধুলো
তারই যেন এক বিন্দুর নাম সুনীল, হঠাৎ ভেসে যাবে কোন্ স্রোতে
বড় মজা লাগে, ফু দিয়ে ওড়াই অজস্র জলবিম্ব।

আজ সারাদিন একটাও কথা বলিনি কারুর সঙ্গে

জামার বোতামে সূচ ও সুতোর স্মৃতিকথা শোনা গেল মে
শিন ঘরের বাইরে হারিয়ে ব্রাত্য বোম ছুঁয়েছিল কার হাত
সেই চম্পক অঙ্গুলি আজ খেলা করে এই রোমশ বুকের গভীরে
দুপাশে কত না মানুষের ঢেউ অচেনা ভাষায় হাসাহাসি করে ছুটছে
আমি যেন আজই প্রথম এসেছি নীল আলো মাখা বাজ্ময়
পৃথিবীতে হেঁড়া কাগজের ভিজে অক্ষর নাম ধরে ডাকে, নদীও বললো, এসো–

আজ সারাদিন একটাও কথা বলিনি কারুর সঙ্গে

হোটেলের ঘরে ঘুম ভেঙে যায়, ভোরবেলা নাকি সন্ধ্যা

এ কার বিছানা, কিংবা শায়িত লোকটি কি আমি, হয়তো বা
আমি নয়
জানলার কাচে ঝাপটা মারলো বনকুসুমের মনে পড়ে যাওয়া গন্ধ
কোন অরণ্যে এসেছি একলা, আকাশ ঢেকেছে জীবন্ত ডালপালা
অথবা পাশেই সমুদ্র, তার উচ্ছাস এসে ভাসালো এ লোকভূমি
বড় মোহময়, পলাতক-সুখ, এমন শব্দ বর্ণের অবগাহন

আজ সারাদিন একটা কথাও বলিনি কারুর সঙ্গে...

আত্মজীবনীর খসড়া

বাঁশি বাজানো শিখতে শুরু করেছিলুম উঠতি বয়সে
সবাই বললে, ওরে, ও কম্ম করিস নি
গরিবের ছেলে দিন রাত বাঁশি ফুকলে নির্ঘাৎ টি বি
ত্রিপুরা থেকে কিনে আনা প্রিয় বাঁশিটি দান করে দিলুম এক বন্ধুকে
সে দুচারদিন ফুঁ দিতে না দিতেই
মথুরার রাজা হয়ে চলে গেল
আমায় টি বি পোকায় খায় নি, খেয়েছে পঙ্গপাল!

পকেটে যখন ট্রামবাস ভাড়ার বিষম টানাটানি
তখন এক শুভানুধ্যায়ী প্রস্তাব দিলে, একটি প্রাক্তন সুন্দরীর
আত্মজীবনী লিখে দিতে পারবি?
সে নাকি এক সময় ছিল বাংলা সিনেমার বিবি, এখন কোনো এক
সাবান ব্যবসায়ীর রাঁড়
স্ত্রীলোকটির কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল, কিন্তু পারিশ্রমিক দেবে ভালোই
মন্দ নয়, বলে আমি পা বাড়াতেই মঞ্চ থেকে নেমে এসে

শিশির ভাদুড়ী আমার গালে কষালেন এক থাপ্পড়
আমি রাগের মাথায় ঝটিতি কিছু করে ফেলার আগেই
তিনি নিজেই ঘুরে পড়ে গেলেন মাটিতে, এবং
অক্কা!
এরপর নির্জন রাতে নিজের পৌরুষটি হাতে ধরে বসে থাকা ছাড়া
আর উপায় কী?

তারপর সেই এক দাঙ্গা হাঙ্গামার সাড়া জাগানো বছরে
সামান্য রুখু দাড়ি রেখেছিলুম ও লুঙ্গি পরে ঘুড়ি ওড়াতুম বলে
বেমক্কা আমাকে সন্দেহ করলো মুসলমান বলে হিন্দুপাড়ার বীরপুঙ্গবেরা
তখন নিরীহ মুসলমান ডিমওয়ালা কিংবা শালকরদের।
মাথা ঘেঁৎলে দেবার জন্য বেরিয়েছে অসংখ্য বাঁশ ও
শাবল
ওদিকে অন্য কোনো পাড়ায় ছোটজাতের হিন্দুরাও
কচুকাটা হচ্ছে টপাটপ
তখন একজন আমাকে বললো, পেন্টুল খুলে দেখা তো
শুয়োরের বাচ্চা
আমি প্রকৃত শুয়োরের বাচ্চার মতন উদোম হতেই
তাবৎ পৃথিবী কেঁপে উঠলো জন্তু-জানোয়ারদের পুলক শীৎকারে
বস্তুত আমার ঐ ব্যাপারটির সঙ্গে ষাঁড় না শুয়োরের বেশি মিল,
সে সম্পর্কে আমি এখনও নিশ্চিত নই!

বন্ধু বলে যাদের জড়িয়ে ধরতে গেছি, তারা পিঠ ফেরাতেই
ঢেলেছে বিষ
সেই বিষে আমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, নির্জনতা খুঁজতে গেছি রঙ্গালয়ে
এই তো দেখছি কয়েকটি বহুরূপী এখানে সেখানে লেখা ছাপাবার জন্য

গোপনে উমেদারি করে যায়,
আবার
বাইরে গ্যালারি কাঁপাবার জন্য তুলে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জিগির
কেউ গায়ে জড়িয়েছে সুবিধেবাদী মার্ক্সবাদের নামাবলী, মাথার টিকিতে
জবাফুলের মতন বেঁধে নিয়েছে
লেনিনের নাম
তারপর দুরন্ত সত্তর দশকে চেয়ার ভেঙে সামান্য আহত হয়ে
কমরেড মাও সেতুঙ আমায় বললেন,
চলো, নদীতে গিয়ে ওসব অতি বিপ্লবীপনা ধুয়ে ফেলি
আমি জলের নামে ডরাই শুনে উনি হেসে বললেন, ভয় কী,
আমি তোমায় সাঁতার শেখাবো
এরকম কথা না রাখা যেন ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ডিগবাজি
তিনি নিজেই টুপ করে ডুবে গেলেন বিস্মৃতির গভীরে
আমি এখনও খাবি খাচ্ছি...

আমাদের কৈশোরের

সাতটা পঁচিশে তুমি নেমে এলে স্তব্ধতার সিড়ি ভেঙে, ওই দেশে
বৃষ্টি হয়েছিল?
এবারে অনেকদিন পরে এলে নীরা
কী এমন পিছুটান, ওষ্ঠে কেন ক্ষীণ অভিমান
স্বর্গে কোনো খেদ ছিল, ওখানেও হৃদয়ে লাগে দাহ?

নীরা, এসো, কম্পানি বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি
চিনে বাদামের সঙ্গে আঙুলের ছোঁয়াছুঁয়ি, এক ঝলক সুখ

কত গল্প বিনিময় বাকি আছে, কত নীরবতা
শুকিয়ে গিয়েছে ঘাস, এ বছর খরা হলো খুব
বারুদের কারখানায় যারা হোলি খেলতে গেল
বাতাসে তাদের দীর্ঘশ্বাস
তোমার খোঁপায় কোনো ফুল নেই, স্বর্গে বুঝি ফোটেনি মন্দার?
বলো বলল, ও দেশের কথা বলো, প্রিয় নদীগুলি, হিরন্ময়
অরণ্যেরা রয়েছে তো ভালো?
বহতার দূতী তুমি, কী এনেছে এবার দুহাতে
দিগন্তের বর্ণময়ী, চোখে কেন অশ্রুর কুয়াশা?
তবে দ্যাখো এই পাঞ্জা, এক মুহূর্তের জাদু,
আমাদের কৈশোরের লক্ষ্মীকান্তপুর।

আরও গভীরে

ঘেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকার নিয়ে খেলা করতে করতে
একদিন ভালো মতন অন্ধকার এসে বললো,
এসো, এবার জমিয়ে খেলা হোক!

তারপর শুরু হলো চিঠি ঘেঁড়ার মহোৎসব
শূন্য বাক্স-প্যাটরায় ফুঁ দিয়ে যে কত ধুলো উড়লো
আঃ, এমন নিরাভরণ হইনি কখনো, নদীর মতন
নদীর গভীরে, আরও গভীরে

এক হীরকোজ্জ্বল জীবন যেন মৎস্যকন্যা হয়ে
হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে...

আশ্চর্য নদী

আসুন, এই নদীর ধারে আমরা সবাই বসবো একসঙ্গে

এখানে নেই কালো সাদা টেলিফোন, তার বদলে
সূর্যমুখী ও চন্দ্রমল্লিকা
দেহরক্ষীদের রেখেছি কিছুটা দূরে জঙ্গলের আড়ালে
লাল কার্পেটের বদলে এখানে সবুজ ঘাস
পা ডুবে যাবার মতো নরম
ছোট ঘোট বোতামের মতন ছড়িয়ে আছে বাস ফুল
ওরা এই পৃথিবীর অপ্রয়োজনীয় লাবণ্য
জুতো-মোজা খুলে আসুন,
পায়ে লাগুক রাত্রির শিশিরবিন্দু
ব্যক্তিগত সচিব ও ভাষণ-লেখকদের সঙ্গে আনবার দরকার নেই আজ
কিন্তু সহধর্মিণীরা থাকুন পাশে পাশে
আঙুলে-আঙুলে ছুঁইয়ে
আজকের আকাশ মেঘলা কিন্তু সুপবন খেলা করবে চুলে
এই নদী, অনাদিকালের অনাবিষ্কৃত নদী
কুলুকুলু সুরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে
বসুন, একেবারে জলের ধার ঘেঁষে, এক্ষুনি সব শুরু হবে।
কে কে আসেন নি এখনো?
একটু অপেক্ষা করা যাক
এ তো গোল টেবিল কিংবা শীর্ষবৈঠক নয়
এখানে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে না,
কোনো পূর্ব শর্তও নেই

শুধু কাছাকাছি কিছুক্ষণ বসা, জলের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা
অনন্ত ব্যস্ততা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া
কয়েক পলক ছুটি
যেন স্বপ্নের মধ্যে নিঃসঙ্গতার আহ্বান
আসছেন, আসছেন, সকলেই আসছেন একে একে
সদ্য ঘুম ভাঙার মতন বিস্ময় কারুর চোখে মুখে
কেউ কেউ দর্প এখনো মুছে ফেলতে পারেন নি
কারুর বা ওষ্ঠে অতি বিনয়ের মিথ্যে হাস্য
তাতে কোনো ক্ষতি নেই
কে না জানে, প্রত্যেকের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে স্ববিরোধ!
সমস্ত দুনিয়াব্যাপী অস্ত্রের ঝঙ্কনার আজ
সামান্য বিরতি
কামান ও বিমান, বন্দুক ও কন্দুক সাময়িক ভাবে স্তব্ধ
পাতালের গুম গুম ও শূন্যবিহারী ধ্বংস দূতেরা
এক সকাল থেমে থাকবে
আঁকাবাঁকা সীমান্তগুলিতে সংবরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে
মৃত্যু ব্যবসায়ীরা মুখ ফেরাবে দেয়ালের দিকে, সময় গুনবে...

হে সমাগত রাজন্যবর্গ, এটা কুরুক্ষেত্র নয়
আপনাদের সম্বর্ধনার জন্য গান-শ্যালিউটের ব্যবস্থা করা হয় নি
শুনুন দোয়েল পাখির ডাক
নিঃশব্দে উড়ে গেল এক ঝাঁক ধপধপে বক
এর মধ্যেও একটা সঙ্গীত আছে
কাকচক্ষু এই ভরা নদীর দুকূল ছাপানো জল
মেহের মতন স্বচ্ছ, ভালোবাসার মন গভীর
একটু ঝুঁকে তাকিয়ে দেখুন, এ এক মায়াদর্পণ

এখানে নিজের মুখ দেখা যায় না, অথচ ফুটে উঠছে মুখ
সবকটিই শিশু, টলটলে চোখ, ঝকঝকে হাসি,
মাথা ভর্তি চুল
চিনতে পারছেন না?
যারা শুধু আদেশ দেয়, তারা নিজেদের বাল্যকাল ভুলে যায়
পৃথিবীকে প্রথম দেখার স্মৃতি যারা মনে রাখে না।
তারাই ভাঙতে চায় পৃথিবীকে
সেইসব মুখগুলি কি একেবারেই হারিয়ে যায়!

সবাই হাত তুলে বললেন, চিনেছি, চিনেছি, এ তো আমারই
বাচ্চা বয়েসের ফটোগ্রাফ
জলের মধ্যে দুলছে
এ অতি সামান্য ম্যাজিক!
না, ঠিক হয়নি, ভালো করে দেখুন আর একবার
আপনারাও বাল্যকালে সরল ও নিষ্পাপ ছিলেন
তা অস্বীকার করছি না
তবু এই সুন্দর, পবিত্র মুখগুলি কি হুবহু ব্যক্তিগত অতীতের
কোথাও একটুও অমিল চোখে পড়ছে না?
শুধু চোখ দিয়ে নয়, মনটাকে কপালের মাঝখানে এনে দেখুন
খুব কাছাকাছি, তবু অন্য রকম।
ভুরুর ভঙ্গি, ওষ্ঠের রেখা, চিবুকের ডৌল
ছবি বদল হয়নি, কোথাও পুরোনো রং নেই
এইসব মুখের ছবি তোলার মতন আজও
আবিষ্কৃত হয়নি কোনো ক্যামেরা
অনাদিকালের এই নদীই শুধু এদের দেখাতে পারে
এরা অনাগকালের

আদাদেরই ভবিষ্যৎ প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীরা হাসিমুখে চেয়ে আছে
ঐ চোখগুলির দিকে তাকিয়ে একবার শুধু ভাবুন
এদের জন্য কী রকম পৃথিবী রেখে যাবেন আপনারা?

এই আমাদের প্রেম

আমরা কথা বলছি
আর আগুনে ঝলসে যাচ্ছে বিন্নি ঘাস ভরা প্রান্তর
চচ্চড় শব্দ হচ্ছে, পুড়ছে মাটির মাংস-চামড়া
আমরা দেখছি না, আমরা শুনছি না
আমরা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি পরস্পরের দিকে
আঙুলের ডগায় বরফের টুকরো, মুঠোর মধ্যে চণ্ডালের চাহনি
তিলফুল থেকে বেরিয়ে আসছে শুয়ো পোকা
সাদা পায়রাকে ধারালো নোখে চেপে ধরছে গাং চিল
এরই ফাঁকে ফাঁকে উচ্ছ্বসিত আমাদের হাসি ঠাট্টা
পটপট করে হেঁড়া হচ্ছে বুকের রোম, কানের মধ্যে জ্বলন্ত দেশলাই
তা ঢেকে দেবার জন্য বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছি আলি আকবর
বড় বড় কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে শয়ন ঘরে
আমরা এইবার নাচ শুরু করবো, এতগুলি খড়ের পা
পিতৃত্বের গালে কেউ ঠাস করে মারলো একটা চড়
আমরা খোকাকে বললুম, যা নাগরদোলায় দুলগে যা
হিমালয় থেকে খল খল করে ধেয়ে আসছে উৎসন্ন
আমরা তখন সবাই মিলে জ্যোৎস্না রাতে নদী দেখতে যাই
নদীর কিনারায় নারীকে মানায়, একা একা চান্দ্র রমণী
তার পেছনে কালো কালো ভূতগুলোর মাথায় পুলিশের লাঠি

সেই নারীর দুই ঊরুর মধ্যে সাপ, স্তন দুটিতে কুকুরের দাঁত
তার চোখ চেপে ধরে বলি, তুমি কী সুন্দর, বিমূর্ত, তবু হৃদয়হরণ
এই আমাদের প্রেম।

এই দৃশ্যে

এখানে আগুন বেশ তরমুজের মতো ঠাণ্ডা, এই দৃশ্যে
দু'দশদিন থেকে যাওয়া যায়
সিঁড়িগুলি মখমলের মতো কাম্য, এই সিঁড়ি
নেমে গেছে কোনো এক লুপ্ত শতাব্দীর সানুদেশে
কুসুম কাঁটায় বেঁধা প্রজাপতি, কাচের জানলায়
এক পথভোলা অলি
ওদের সহাস্য মুক্তি দেওয়া হলো, খুলে গেল
সুন্দরের নবীন যৌবন
এখানে বাতাস বেশ সমুদ্রের তলপেটের মতো নীল
একটি হরিণী তার মিলন সুখের পর বিছানায়
রেখেছে কিন্তুরী
এখানে ঈর্ষার পাশে বুড়ি ধাইমার মতো পা ছড়িয়ে
বসে আছে কৃতজ্ঞতা
এই দৃশ্যে দু' দশদিন থেকে যাওয়া যায়!

একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি

একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি দুলছে অন্ধকারে

এখনো ঠিক সময় হয়নি, ট্রেন ধরবার তাড়া
কিছু না কিছু ভুলোমনায় কাটবে অনেক বেলা
এখানে যাই ওখানে যাই মুখ ফেরানো মানুষ
একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি দুলছে অন্ধকারে।

আমার হাজার কাজের মধ্যে জমছে মন খারাপ ভুল
সকাল, ভুল দুপুর, মিথ্যে একটা দিন
বকুল গাছের নীচে আমার যাবার কথা ছিল
উঠেছে ঝড়, ঝরেছে ফুল, সেখানে কেউ নেই
নদীর জলে পা ডুবিয়ে ধুয়েছি ভালোবাসা

শহর ভরা এত জোয়ার, জলের মধ্যে পিঁপড়ে
ঘর বানাবার সভ্যতা এক লিখেছে ইতিহাসে
চক্ষু পোড়ে, কপাল ভাঙে, মাথায় বিষ জ্বালা
স্বপ্ন ছিঁড়ে উনুনে দেয় আদম-ইভের মা
আকাশ নেই, বাতাস নেই, রাত্রি ভরা আগুন।

আমায় ভয় দেখায় একটা ইহলোকের প্রেত
শরীরে তার সার্থকতা, গীতার নিষ্কাম
মুখ ফেরাই, পালাতে চাই অন্য দিক সীমায়
যেখানে কিছু পাবার নেই, শুধু দেখার সুখ
একটি বিন্দু হীরক দ্যুতি, আছে কোথাও, আছে...

জল যেন লেলিহান আগুন

রাত্তিরে আড়িয়াল খাঁ-র গর্জনে হঠাৎ ছিঁড়ে যায় ঘুম

মেঘ ভাঙা শব্দের মতন কূল ভাঙছে
বিদ্যুৎ রেখাঙ্কনের মতন মাটির ফাটলে শোঁ শোঁ করে ঢুকছে বাতাস
বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে ছুটে যেতেই মনে পড়ে
আমি তো রয়েছি একটা লম্বা অট্টালিকার টঙে
অনেক নীচে কালো রাস্তা, বন্ধ দোকানগুলোর সামনে
ঘেউ ঘেউ করছে কুকুর
এখানে কোথায় আড়িয়াল খাঁ, কোথায় পার ভাঙা
তবু ভাঙছে, মাটি ভাঙছে, এগিয়ে আসছে স্রোত
ছেলেবেলার শ্লোকটা আপন মনে বিড়বিড় করি,
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

মাদারিপুর থেকে নৌকায় যেতে যেতে দেখতুম আধ-ডোবা
কদমগাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে আছে।
হলুদকালো জলঢোঁড়া সাপ
আমাদের উঠোন থৈ থৈ করছে, ভাসছে কচুরিপানা
ঠাকুমা চিৎকার করছেন, ওরে রান্নাঘর ডুবলো, ডুবলো
হাঁড়ি-পাতিলগুলো ধর
ঈষৎ খয়েরি রঙের সেই ছবিটি একটু একটু করে কাঁপছে
ঠাকুমার মুখখানা মনে পড়ছে না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি
জলের ঝাপটানি
এখনো আমার বয়েসী কোনো কিশোর দৌড়োচ্ছে
আড়িয়াল খাঁ-র বান থেকে বাঁচবার জন্য?
ডুবে যাচ্ছে অসংখ্য রান্নাঘর, তৈজসপত্রের সঙ্গে ওলটপালট খাচ্ছে
অন্য কার ঠাকুমার শরীর...
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

বিক্রমপুরের সেই পরিচ্ছন্ন সুন্দর গ্রাম, কলাকোপা বান্দরা
তার পাশে ইছামতী নদীটি বড় তীব্র
ভেসে আসছে বড় বড় গাছের ডালপালা আসামের জঙ্গল থেকে
ঘাটলায় বসে জলের সৌন্দর্য দেখি একদিন
পরেরদিনই সেই জল ভয়ংকর হয়ে লাফিয়ে ওঠে
মিলে যায় বুড়িগঙ্গার সঙ্গে শীতলাক্ষা, তার সঙ্গে মেঘনা
পিঁপড়ের বাসা ভেসে যায়, মানুষের শহরও কাঁপে টলমল করে
আকাশ ঢেলে দিচ্ছে দিগদিগন্তের সমস্ত ঝর্না
আঃ বৃষ্টি এত সুন্দর, এমন হিংস্র, এমন সর্বনাশা
মানুষকে তাড়া করছে জল, ঠিক যেন লেলিহান আগুন...
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

জোরহাট থেকে গোলাঘাট হয়ে নওগাঁর দিকে মানুষ ছুটছে
জলপাইগুড়ি, মালদা, দিনাজপুরে মানুষ ছুটছে
আত্রাই-পুনর্ভবা-তিস্তার এপারে ওপারে মানুষ ছুটছে
ধলেশ্বরী, ডাকাতিয়া, ভৈরব, ভদ্রার ভয়ে মানুষ ছুটছে
ওদিকে কম্পানিগঞ্জ, সোনাগাজি, এদিকে বংশীধারী, দেবীকোট থেকে
মানুষ ছুটছে
ভুরুঙ্গামারি আর লালমনির হাট একাকার হয়ে গেছে, মানুষ ছুটছে
ধেয়ে আসছে নদী অজগরের মতন নিঃশ্বাস ফেলে
আমি কলকাতার শানবাঁধানো রাস্তায় ঘুরছি, সব কিছু ঠিকঠাক,
শুধু রবিবারের চাঁদা আর
খবরের কাগজের ছবি
বার বার মনে আসছে ছেলেবেলার সেই ভয় কাঁপা ঠোঁটে উচ্চারিত
শ্লোক:
নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না!

তিনি এবং আমি

নে রবীন্দ্রনাথকে তুমি বুকে জড়িয়ে বসে আছো
জানলার ধারে
আমি কি কেউ না?
আমি গরিব ইস্কুল মাস্টারের ছেলে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তায় হাঁ করে
জলকাচা ধুতির ওপর পেঁজা শার্ট পরে, পায়ে রবারের স্যান্ডেল
আমার কোনো জ্যোতিদাদা ছিল না, পিয়ানো-অর্গান শুনিনি
সাত জন্মে
আমার বাবা কোনো দিন সিলে পাহাড়ে যান নি আমাকে নিয়ে
জন্মদিনে রুপোর চামচে পায়সান্ন খাওয়া দূরে থাক, ফ্যানা ভাতে
কোনোদিন ঘি জোটেনি
তবু আমি কি কেউ না?
আমার নিজস্ব ঘর নেই, লেখার টেবিল নেই, যখন তখন আমার বিছানায়
উড়ে আসে
উনুনের ঠাণ্ডা ছাই
তিনবেলা টিউশানি করি, সর্বক্ষণ পেটে ধিকিধিকি করে খিদে
তবু আমি কবিতা লিখেছি, সবাইকে লুকিয়ে, মোম-জ্বলা মাঝ রাত্রে
আমার রক্ত, ঘাম, আত্মার টুকরো মিশে আছে তাতে।

আমার বাবা শিরোপা দেবার বদলে জুতো মারতে উঠেছিলেন
স্বর্ণকুমারী কিংবা প্রতিভা নয়, আমার ছোড়দির নাম চামেলী
আমার খাতার পাতা ছিঁড়ে সে বাতাসকে
উৎসাহ দেয়
বাড়ির দেয়াল থেকে পাড়ার মোড় পর্যন্ত ঝনঝন করে উপহাস

বড় জামাইবাবু মাথায় চাঁটি মেরে আমায় ‘কপি’ বলে
শ্যালিকাদের হাসিয়েছেন
তবু আমি লিখেছি, আমি লিখে গেছি
রবীন্দ্রনাথ আমার এই চৌহদ্দির মধ্যে জন্মালে লিখতে পারতেন
এক লাইনও?

বিহারীলালের মতন কোনো নামজাদার সঙ্গে আমার চেনা-জানা ছিল না
গলা থেকে মালা খুলে আর দেবে,
মালা পরাই উঠে গেছে
পত্রিকার সম্পাদকরা উত্তর দেন না, ডাক টিকিট মেরে দেন
তবু আমি লিখেছি, লিখে গেছি

আমার সমস্ত অস্তিত্বের নির্যাস নিয়ে এক একটি কবিতা
শুধু তোমাকে শোনাবার জন্যই নয়, তোমাকে রচনা করবার জন্য
তোমার পায়ের তলার ধুলো, চুলের মধ্যে ঘাম শুষে নেবার জন্য
তোমার ফ্যাকাসে হাসির চার পাশে একটা বৃত্ত এঁকে দেবার জন্য
এবং এক সময় তোমাকে ছাড়িয়ে আমি রক্ত নদীর তীরে দাঁড়িয়ে
গণ্ডূষ পান করেছি।

বন্ধুরা চাঁদা দিয়েছিল, তাই নিয়ে ছাপিয়েছি প্রথম কবিতার বই।
প্রেসে এখনও কিছু ধার রয়ে গেছে
দপ্তরী খানায় দয়া চেয়েছি
তারপর ছুটতে ছুটতে এসেছি তোমার কাছে, তোমার করকমলে
প্রথম কপিটি দেবার জন্য
পাপীয়সী, তুমি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বুকে জড়িয়ে আদর করছো
আমি কি কেউ না?
আমার ঈর্ষা লকলক করে উঠছে আকাশে, এখন এক প্রবল বজ্রপাতে

ধ্বংস হয়ে যাক
রবীন্দ্রনাথের মতো সব কিছু
তার ওপরে রেখে যাবো আমার দীন দুঃখী কাব্যগ্রন্থখানি!

রবীন্দ্রনাথের সব কিছু ধ্বংস হলেও কোনো ক্ষতি নেই
বাড়ি ফিরেও, সব কিছু মুছে দিয়ে, তোমাকেও
নির্মম একাকিত্বে
আমার হাহাকার, আমার সমস্ত গুপ্তকথার মতন অনর্গল মুখস্থ বলে যাবো
রবীন্দ্রনাথের কবিতা
একটাও কমা, হসন্ত ভুল হবে না
রবীন্দ্রনাথকে আমি ভাঙবো, ছিঁড়বো, যা খুশি করবো
সে সব আমার নিজস্ব ব্যাপার
রবীন্দ্রনাথও সে কথা জানতেন, মৃত্যুর আগে সেই জন্যই
তাঁর ঠোঁটে লেগে ছিল
ক্ষীণ কৌতুকের হাসি!

দর্পণের মধ্যে

কোনদিন যে ভোর দেখে না সে একদিন হঠাৎ জেগে উঠলো
চুম্বক টানে বাইরে এসে সে ধারাস্নান নিল
বেদানার কোয়ার মন আলোয়
তার দুচোখে ছিল আঠা, স্নায়ুতে ছিল মাদক
সে মেতে ছিল আত্মধ্বংসের নেশায়
এই শতাব্দীর শিয়রের কাছে ঝুলছে সর্বনাশের খড়্গ
সন্তান সন্ততিদের জন্য থাকবে না কোনো উত্তরাধিকার

তুলোর আগুনের মতন ধিকিধিকি করে পুড়ে যাচ্ছে সব স্বপ্ন
সে ভেবেছিল শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে দ্রুত যত পারা যায়
ঘন ঘন নিশ্বাস নিয়ে যাবে,

সেই মানুষটি আজ সবুজ ঘাসের মতন স্নিগ্ধ বাতাসে
নদীর গর্ভের মন নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে
সমস্ত পৃথিবীকে দেখলো এক দর্পণের মতন, তার মধ্যে
ঝকঝক করছে অন্য এক তাজা পৃথিবী
সে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে বললো, আঃ!

দুটি আহ্বান

ঠাণ্ডা ঘরে রিভলভিং চেয়ারে যে ধোপদুরস্ত মানুষটি
বসে আছে
টেবিলের নীচে তার খালি পা
গাঢ় ভুরু, কণ্ঠস্বরে প্রতিষ্ঠার স্ববিরোধ
চশমায় বিচ্ছুরিত ব্যক্তিত্ব, হাতের আঙুলে সিগারেট ধরার
অবহেলা
কেউ জানে না সকাল থেকে তার নিম্ন উদরে ধিকিধিকি ব্যথা
একটা আগুন, যা কিছুই পোড়ায় না, শুধু জ্বলে
একটা অন্যমনস্কতা, যা কোথাও যায় না, মনের চারপাশেই
ঘুর ঘুর করে
সে চোখ তুললে দুজন আগন্তুক, তখনই সে শুনতে পেল
রাত্রির সমুদ্রগর্জন!

সেদিন চাঁদ টেনেছিল সমুদ্রকে

সেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে লাফিয়ে উঠেছিল এক
উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঝিনুক
বাতাসে পূর্বপুরুষদের দীর্ঘশ্বাসের রলরোল
আকাশ নেমে আসে খুব কাছাকাছি, কয়েক লহমার জন্য
তখনই একটা বিদ্যুতের হাত, এক ঝলকের তীব্র বাসনা
ছুঁড়ে দিন একটা মালা
ঢেউয়ের মাথায় দুলতে দুলতে দুলতে দুলতে
আসবে কিংবা ফিরে যাবে, একবার গভীরে, একবার তীরের দিকে
কখনো দীপ্ত, কখনো অন্ধকারময়
কখনো কৈশোর স্মৃতি, কখনো সব হারানোর মতন রক্তিম...
বালির ওপরে অন্ধকারে বসে আছে এক বালির মূর্তি
একটু আগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই মানুষেরা সব ছাদের নীচে
চলে গেছে
দিগন্ত শুধু, একজনেরই জন্য
সিন্ধু সারসেরা ট্রি ট্রি ডাকছে
প্রেমের চেয়েও তীব্র, মাতৃস্নেহের মতন আদিম একটা টান
জীবন বদলের একটা মুহূর্ত
খিদে-তেষ্টা তুচ্ছ করা এক অধীর অপেক্ষা
সব কিছুই অন্য রকম হয়ে যেতে পারে, অন্য রকম, অন্য রকম
বালির স্তূপ ভেঙে উঠে দাঁড়ানো বোম ভাঙা শার্ট
আর ছেঁড়া চটি পরা, দাড়ি কামানো মুখ, একটি তেইশ বছর
সে কি বাল্মীকি না রত্নাকর এখনো
পেছন থেকে ভেসে আসছে কাদের ডাক, কারা তার জামা ধরে
টানছে
সে ছুটে যেতে গেল জলের দিকে

কোনো নারী তার সামনে দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়ালো না
তবু সে শেষ মুহূর্তে ঘুরে গেল অন্য দিকে
সমুদ্রের মালা মিলিয়ে গেল, হাওয়ায় উড়ে এলো একটি
খয়েরি খামের চিঠি...
সেই পাহাড়ের কোনো কৌলিন্য নেই
চূড়ায় নেই মন্দির, সানুদেশে নেই নিসর্গ লোভীদের
ব্যস্ততা
নাম-না-জানা বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা সরু পথ
সেই পথ, সেই পাহাড় এতদিন তাকে ডেকেছিল
এমন ডাক আসে ঘুমের মধ্যে, এমন ডাক আসে আকস্মিক অপমানের
প্রতিশোধের মতন
কেউ বলেছিল কয়লা খনিতে কালো হয়ে এসো
কেউ বলেছিল, স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে ধুলো কুড়িয়ে আনো
কেউ বলেছিল চোখের জল দিয়ে ওষুধ বানাও
ভাঙো অরণ্য, বিষ মেশাও শিশুদের শরীরে
শব্দ ও অক্ষরের মধ্যে বুনে দাও চকচকে রুপোলি লোভ
নারীকে দেবীর আসন দাও, তারপর তার গর্ভপাত করো
বসে থেকো না, দৌড়োও, সবাই দৌড়োচ্ছে, পায়ে পা দিয়ে ফেলে দাও
সামনের জনকে
সেই রকম একদিন হঠাৎ সে নিমন্ত্রণ পেল
সবুজ শাওলায় ঢাকা লোমশ একটি পাথর অপেক্ষা করছে
তার জন্য
ঘোর অপরাহ্নে তার জন্য প্রতীক্ষা করেছে
পাহাড়ে হেলান দেওয়া এক টিলা
অভিমুখী পথটিতে অনেক দিন কেউ যায় নি, তবু চিনতে

অসুবিধে নেই
দুপাশের বন তুলসীর ঝাড়ে বাল্য প্রেমের সৌরভ
প্রথম কোনো স্তন স্পর্শের মন কাঁপছে পৃথিবী
নভোলোকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে নিস্তব্ধতা
সেই পাথরের বেদী, একটি নিঃসঙ্গ শিমুল গাছ তাকে কিছু দেবে
যা অন্য কেউ পায় নি
সে জানে, সে জানে, সে ছুটে যাচ্ছে
তবু যাওয়া হলো না
জুতোর পেরেকে রক্তাক্ত হলো তার পা, সে বসে পড়লো মাটিতে
তখনই সে শুনতে পেল পাতা খেলানো বাঁশির শব্দ
পা ক্ষত বিক্ষত হলে সামনে যাওয়া যায় না, পেছন ফেরা যায়
অনায়াসে
সেই বাঁশির সুরে দুলতে লাগলো তার মাথা
সে কবে পোষা সাপ হয়ে গেছে সে নিজেই জানে না...

চেয়ারটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে, চোখ থেকে চশমা খুলে
সে বললো, এখন সময় নেই, ব্যস্ত আছি, ব্যস্ত আছি
খুব ব্যস্ত...

দুদিক জ্বালানো মোম

আঙুল পুড়িয়ে মোম, একি চমৎকার
শুরু হলো আঙুলের নাচ
চতুর্দিকে কান ঝালাপালা বাজনা, আর এই
অশনি উৎসব

এর মধ্যে এঁকে বেঁকে ছোটাছুটি কৈশোর রক্তিম
কত ভালোবাসাময় শুকনো ফুল, নিষিদ্ধ শরীর
বৃষ্টি যেন বাল্য প্রেমিকার হিসি শব্দ
হঠাৎ দরজা খোলে বুক কাঁপা আলো।

নদীরা যেমন গিলে নেয় সব ফুটো নৌকোগুলি
সেরকমই সুন্দরের গর্ভে এত ব্যক্তিগত শোক
সহস্র জানালা তবু অস্তিত্বের সাতসরু জ্বালা
উনুনের পাশে যার ঘাম থেকে ঝরে পড়ে নুন
শ্মশান কাষ্ঠের মতো যার শুধু জ্বলন্ত জীবন
তারাও কি আলিঙ্গন চায়, ভূমিশয্যা, বসন্ত বিহার
দুদিক জ্বালানো মোম খল খল শব্দে
হেসে ওঠে।

দেখা হলো কি দেখা হলো না

ভালোবেসো সেই ভালোবাসাকে, আমার আর
কিছুই চাই না
পুড়ুক না হয় প্রিয় নদীটি, ভাসুক সারা
শরীর জুড়ে দূর প্রবাস
জন্ম জন্ম পায়ে ফোটার কাঁটা, একটু
নীরব নীল দুঃখ কুচি
দেখা হলো কি দেখা হলো না
ঐ মেঘ আর এই মেঘে ধারাপাত হলো না
ভালোবেসো তবু ভালোবাসাকে, আমার আর

কিছুই চাই না।

দেখা হলো না

পথটা যেখানে সমতল ছেড়ে পাহাড়ে উঠেছে
সেখানে একটা ঝুমঝুমির মতন এলাচ রঙের
ভাঙা বাড়ি
শুধু একটি মাত্র ঝুলন্ত অলিন্দে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে
উড়ন্ত পরীর মতো এক মূর্তি
পাথর না নারী, পাথর না নারী?

দেখা হলো না, ছুটন্ত ট্রেন ভূমিকম্পের মতো শব্দ নিয়ে
ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে
পাথর না নারী? পাথর না নারী? দেখা হলো না
বাল্য প্রেমিকার দীর্ঘশ্বাসের মতন অন্ধকার বাতাস
।দেয়ালে ফোঁটা ফোঁটা জল...

নীরা, হারিয়ে যেও না

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
আকাশে ভাঙা কাচের টুকরোর মতন আলো
বিপরীত দিগন্ত থেকে প্রবাসিনীর মতন দ্বিধান্বিত পায়ে
এগিয়ে এলে তুমি
সমস্ত শরীরময় শ্বেত হংসীর পালক, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা
আমি ভয় পেয়েছিলুম

তখন তো বেড়াতে আসার সময় নয়, অনেকেই যাচ্ছে নির্বাসনে
তখন হিংসেয় জ্বলছে শহর, মানুষের হাতের ছুরি গেঁথে যাচ্ছে
মানুষেরই বুকে
রাস্তায় বসে লাশের আগুনে পুড়িয়ে খাচ্ছে ধর্ম
রক্তবমির মতন ওগরাচ্ছে দেশপ্রেম
আমি চিলেকোঠায় বন্দি, তোমাকে চিনতে পারিনি
তারপর আমি একটা ছোট নোটবুক নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে গেলুম
নিবিড় নীলিমায়
তুমি তখন দক্ষিণেশ্বর ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে,
চোখের মণিতে নদী
নগরীতে প্রগাঢ় রাত্রির নির্জনতা, ঢং ঢং করে বাজছে
সমস্ত স্কুলের ঘণ্টা...

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
মনে আছে, তুমি গুহা মানবীর মতন সহসা কৈশোর ছিঁড়ে
খুব ভোরবেলায় শীতের নরম রক্তিম সূর্যকে আলিঙ্গনে, আদরে
জড়ালে
হরি ঘোষ স্ট্রিটের কদমগাছটি থেকে তখন টুপটুপ করে
ঝরে পড়ছে হীরের কুচি
দিনের প্রথম তীক্ষ্ণ ট্রাম বলতে বলতে গেল, জাগো, জাগো
রিভলভিং স্টেজের মতন উল্টোপাল্টা এই দুপুর, এই মধ্যরাত, এই
সন্ধ্যা
আমি তখন গলা ফাটাচ্ছি মিছিলে, নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
চতুর্দিকে লকলক করছে খিদে
আঃ সেই মায়াময়, ভিখিরির, যযাতির খিদে
কুম্ভীপাক নরকের মতন পেট মোড়ানো খিদে

এক এক পলক দেখতে পাচ্ছি বারান্দায় ব্যাকুল মাতৃমূর্তি,
পাখির মতন চোখ
স্বপ্ন ছিল, দুনিয়ার সমস্ত মা-ই একদিন
সব কুচো কুচো বাচ্চাদের ধোঁয়া-ওঠা ভাত
বেড়ে দেবে
কলেজ স্ট্রিটের সেই বুলেট ও বিস্ফোরণ
তুমি বাস থেকে নামলে, তক্ষুনি সেই বাসে শুরু হলো
বারুদ উৎসব
এক দৌড়ে পার্কের রেলিং টপকে কে যেন দণ্ডির ভঙ্গিতে
শুয়ে পড়লো
ঘাসে মুখ গুঁজে।

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
তুমি রমণী ছিলে, নীরা হলে
আমি দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে সাজলুম ওষুধ-গুদামের কেরানি
জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, রাস্তার মুচির কাছে বসেছি
উবু হয়ে
কেউ চিনতে পারছে না, পিঠের দিকে সবাই অচেনা
কখনো আমিই মুচি, সে পথচারি
কখনো আমিই রাস্তা, লোকে হেঁটে যাচ্ছে আমার
বুকের ওপর দিয়ে
কখনো আমি নীরবতা, আমিই অস্থির গর্জন
তুমি অন্ধ বৃদ্ধকে পয়সা দিলে, শিয়ালদার ঘড়িটি থেমে গেল
ট্রেন থেকে নেমে এত মানুষ দৌড়চ্ছে, সবাই থমকে গেল
কয়েক মুহূর্ত
তারপরই ঝনঝন শব্দে শুরু হলো প্রচুর ভাঙাভাঙি টি

য়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় পুলিশ কাঁদছে, চীনেরা ভাই-ভাই মানলো না
ইস্তাহারের ধাক্কায় রাস্তা খোঁড়া গর্তে ছিটকে পড়ে অনেকেরই
পা মচকে গেল
তিনটে জ্যান্ত ছানা মহানন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে নর্দমায়
লাল চুলওয়ালা একদল সাহেব ফরাসি ক্যামেরায় তুলে নিয়ে গেল
সেই ছবি
তুমি পরীক্ষার হলে একা বসে রইলে, প্রশ্নপত্র এলো না
আমি নিচু হয়ে খুঁজছি ফুটো পকেটের খুচরো পয়সা
তুমি কুসুম সমারোহে গিয়ে পতাকার মতন উড়িয়ে দিলে আঁচল
আমি সারা সন্ধে শুয়ে রইলুম শ্মশানের পাশে।

আমাদের ছিল প্রতিদিন জন্ম বদলের দিন
সমস্ত ম্যাজিক দৃশ্যের ওপরেই এসে পড়ে শরীরের বিভা
কবিতার মধ্যে উকি মারে শরীর, কখনো তা ছায়া,
কখনো রক্ত মাংসের অবাধ্যতা
এক একবার ডুবে যায়, এক একবার মুখোমুখি এসে বসে
কালিদাসের ভ্রমর ছুঁয়ে দিল তোমার স্ফুরিত ঠোঁট
ঘাস ফুল হয়ে আমি তোমার নাভিমূলে জিভ রাখি
মদিগ্লিয়ানির নারীর মন তোমার রম্ভোরুতে ঝলমল করে জ্যোৎস্না
একবার আমি শিশু, তুমি চিরকালের জননী
একবার তুমি অতি বালিকা, এক স্বৈরাচারী রাজা
চেয়েছে তোমাকে
সমুদ্র প্রবল ঢেউ তুলছে আকাশের দিকে
আকাশ নেমে আসছে পাতালে
যোনিপদ্মের ঘ্রাণ নিচ্ছে এক তান্ত্রিক
অতৃপ্ত মহামায়া বলছে, আরো, আরো

ওঃ সেই খেলা, সেই হৃদয়ের উন্মোচন
বসন্ত বিছানায় লেখা হলো কত শত রতি-ইতিহাস
গলা জড়াজড়ি করে দুজনে জানলার ধারে নির্বসন বসে থাকা
গোধূলি কিংবা ভোর
আমার হাতে সিগারেট, তোমার চুলে হিরন্ময় চিরুনি
ভুলে যাওয়া পৃথিবী ফিরে আসছে একটু একটু করে, অন্তরীক্ষে
মৃদু কণ্ঠস্বর
গোধূলি কিংবা ভোর, আকাশে বিন্দু বিন্দু সাতরং জলের ফোঁটা
সেইদিকে তুমি চেয়ে রইলে, এখন কোথাও বিমান উড়ছে না
কীটসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুমি আনমনে বকুনি দিলে নিউটনকে
তন্মুহূর্তে আমার আবার জন্মান্তর ঘটে গেল

নীরা, আমাদের ভুল ভেঙে যায়, আমরা ফের বালি দিয়ে ছোট ছোট
দুঃখের ঘর বানাই
আমরা এখনো ন্যাংটো বাচ্চাদের মতন ছোটাছুটি করছি
সমুদ্র তীরে
মাঝে মাঝে কী চমৎকার আড়াল, শতাব্দীর ঝাউবন
আমি তোমাকে দেখতে পাই না, আমি তোমার নামে কলম
ডুবিয়েছি দোয়াতে
আমি তোমাকে ছুঁইনি, তুমি গর্ভিণী হরিণীর মতন মিলিয়ে গেলে
পাহাড় প্রদেশে
এক একটা ঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দিক চক্রবাল
জাদুদণ্ড ঘোরালেই স্বর্গ থেকে নেমে আসা বিদ্যুৎ লহরী
প্রোথিত হচ্ছে ভূমিতে
সব কিছুই শব্দের কাটাকুটি, পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়া
করতলের আমলকিটি দেখে নিচ্ছি মাঝে মাঝে, সে-ও আমাকে দেখে

মিটিমিটি হাসছে
নীরা, তুমি সুদূরতম নৌকোয় একা, ছড়িয়ে দিয়েছে দুই ডানা
আমি দুরন্ত মেলট্রেনে বসে একটাও স্টেশনের নাম
পড়তে পারছি না
তুমি স্কুল কমিটির দলাদলি থেকে সরে গেলে দরজার আড়ালে
আমি দুপুরের পর দুপুর কাটিয়ে দিচ্ছি কাচ ঘেরা ঘরের চেয়ারে
অথচ কত নদী তীরের গাছের ছায়া খালি পড়ে আছে
যারা বিপ্লব এসে গেল বলেছিল, তারা লিখছে স্মৃতিকথা
আর যারা মুছে গেল, তারা বড় বেশিরকম মুছে গেল
লাল চুলওয়ালাদের ক্যামেরা এখনো ঘুরছে গলি-খুঁজির
আনাচে-কানাচে
কেউ আর ভালোবাসার কথা বলে না
মানুষের সভ্যতা ভালোবাসার কথা শুনলেই হাহা-হিহিতে ফেটে পড়ে
বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে কেউ একা একা কাঁদে আর
জলের ঝাঁপট দেয়
নীরা, আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে, হারিয়ে যেও না
অনেক জন্ম বদল বাকি আছে, হারিয়ে যেও না
নীরা, অমৃত খুকী, হারিয়ে যাস নি!

নীরাকে দেখা

আমার দূরত্ব সহ্য হয় না, নীরা, ঝড়ের রাত্রির মতো
কাছে এসো
যেমন নদীর গর্ভে গুমরে ওঠে নিদাঘের তোপ
প্রতিটি শিমুল বৃক্ষ সর্বাঙ্গে আগুন মেখে যেমন অস্থির

আমি প্রতীক্ষায় আছি

বৃষ্টির চাদর গায়ে, হাল্‌কা পায়ে, দিক্‌বধুর মতো তুমি এই
দরদালানে একটু বসো
মুখের একদিকে আলো, অন্যদিকে বিচ্ছুরিত, উদ্ভাসিত কালো
ভুরুতে কিসের রেণু, নরম আঙুলে কোন্‌ অধরার লীলা
ওরে তোকে ভালো করে দেখি, কিছুই তো হলো না দেখা
সামান্য জীবনে
নির্লজ্জ শরীরবাদী এই লোকটা এখনো তোমায় ছোঁয়নি স্থাণুর শিকড়ে
দ্যাখো তার হাতে
হাঁসের পালকে লেখা বসন্ত প্রবাস।

পাগলে পাগলে খেলা

ওরে ও কুসুম বনের সাপ, একটু
আন্‌বাগানে যা
ওরে ও খেয়া নৌকোর মাঝি, এখন
নোঙর ফেলে ঘুমো
আকাশে হঠাৎ উঠলো তুফান, কেউ কি
দেখেছে জাদুদণ্ড
এ সময় বৃষ্টি তুলবে ঢেউ, তবুও
জ্বলবে বড়বানল
এ সময় এ সময় অরুণে বরুণে যুদ্ধ, যদিও
বাতাসে প্রেমগন্ধ।
ওরে ও বাঁধা রাস্তার পথিক, তোরা কেউ

এদিকে আসিস না
ওরে ও প্রাসাদপুরীর বন্দি, মন দে
দরজার কারুকার্যে গা
য়ে মাখ সোনার রুপোর ধুলো, নিয়ে নে
আরও যত চাস ধুলো
এদিকে মরুভূমে ভূমিকম্প, আঁধারে
উন্মূল খনিগর্ভ
এ তুফান তোরা কেউ দেখবি না, এ শুধু
পাগলে পাগলে খেলা।

বকুল, বকুল, কথা বলো

বকুল গাছের নীচে যার জন্য প্রতীক্ষায়, এক পায়ে দাঁড়ানো এতক্ষণ
সে এলো না
এ রকম প্রায়ই সে আসে না, তার না-আসা মানায়
বকুল গাছটি তো ছিল ব্যগ্র চোখে, ছুঁতে চেয়েছিল হাত
দেখা হলো না তাকেও।

এরকম হয়, নদী দেখতে যাওয়া হলো, নদী নেই
শুয়ে আছে নীল ইতিহাস
অড়হর খেত থেকে উঁকি মারলো শোলার টুপির নীচে
কার নগ্ন মুখ
অলীকও সে হতে পারে, অথবা নিছক এক খয়েরি শিকারি
কোথা থেকে উড়ে এলো চিঠির খসড়ার মতো, পরেও যা লেখা হয়নি
সে রকম পাতা

দুপুর তিনটে দশে ভাঙা ঘাটলার নীচে তীব্র শিস বেজে ওঠে
কেউ কি শুনেছে
পুরোনো প্রবাদ বলে, না শোনাই ভালো
তখন আকাশ ঠিক ততই দুরধিগম্য, যেন শ্বেতকেতুর সারল্য

মাঠ ঘাট, আল জাঙ্গাল, জঙ্গল পেরিয়ে ফের অসমাপ্ত
দিনে ফিরে আসা
বকুল, বকুল, কথা বলো!

বসুধৈব

ট্রেনে ধূপ বিক্রি করতে উঠলো যে নুলো ছেলেটি
সে কি আমার কোনো পিসতুতো ভাই?
থুতনির ডৌলে কোথায় যেন বহুকাল আগেকার আমার
কুমারী পিসিমার আদল
জিজ্ঞেস করতে ভরসা হয় না, যদি কাঁধে চেপে বসে, যদি
আমার হাত দুখানা সে ধার চায়?
আমি মুখ ফিরিয়ে নিই, ধূপের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।

বারাসত বাস গুমটিতে জানলার কাছে যে হাত পেতে দাঁড়ালো।
সে আমার ছোট মাসি হতেই পারে না
সে তো হারিয়ে গেছে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন বিস্মৃতিতে
তার নামের ওপর জন্মে গেছে অসময়ের লতাগুল্ম
তবু সেই লম্বা ভিখারিনীটি হঠাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে
গাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কেন?
সেই চোখে যেন ছেলেবেলার রান্নাঘরের বারান্দার

পারিবারিক গল্প
পুকুর থেকে স্নান সেরে উঠে আসবার মন আঁচলে জড়ানো গা
আমি কিছু বলার আগেই সে চলে গেল উল্টোদিকের অন্ধকারে
ভিখারিনীরও এত অহঙ্কার?

অ্যাকসিডেন্টে হেলে পড়া ট্রাকটির ড্রাইভারের দিকে চাইতেই
আমার বুক কাঁপলো কেন?
ঐ চওড়া কপাল, বাজপাখির মতন নাক, শাজাহান না?
কলেজ জীবনে টাকা ধার দিয়ে আর ফেরৎ নেওয়া হয়নি, আমার চেয়ে
তারই বেশি লজ্জা ছিল সেইজন্য
সেই শাজাহান তো মার্কিন দেশে মহাশূন্য রকেটের নাট-বল্টু লাগায়
সে নাকি কিনেছে কোনো দ্বীপ, সেখানে নিজস্ব পতাকা ওড়াবে
তবু ট্রাক ড্রাইভারের থ্যাৎলানো মুখখানায় জ্বলজ্বল করছে চোখ,
সে অবিকল শাজাহান হয়ে বলছে, চিঠির উত্তর দিসনি কেন,
রাস্কেল?
বড় রাস্তা ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেলেন
আমার ছোটকাকা, আমার বাবার কোনো ভাই-টাই ছিল না কখনো...

বিকেলের বর্ণফেরা

ঘাটের পৈঠায় বসে আছে এক জলকনন্য, এখনো হয়নি ঠিক সন্ধে
নিথর দিঘির পিঠে মেঘের তরল ছায়া, যেন সব কথার নিষেধ
ঈষৎ বাতাসে ওড়ে চুল, ভুরু, ডম্বরু কোমর খাঁজে দুটি পদ্মপাতা
মুখের ভঙ্গিমা তার নৈঋতে ফেরানো, যেন মুখ তার না দেখাই ভালো
বস্তুত জলের নীচে তার কোনো বাস নেই, কঠিন ভূমিতে কেউ নেই

আকাশেও কিছু নেই, স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নে, এ শুধু একাকী বসে থাকা
বিকেলের বর্ণফেরা, চূর্ণ ঝড় ধেয়ে এলে সে কোথাও যাবে না থাকবে না!

মন্ত্র

তোমার এতই ভালো লাগছে গড়বন্দীপুর, এই থিকথিকে কাদা,
পচা কাঁঠালের গন্ধ?
নীল রঙের শাড়িতে কত চোরকাঁটা, যেন অসংখ্য তীরবিদ্ধ তুমি
পা ধোবে এই শুকনো নদীর ঘাটে?
এখানে অনেক দীর্ঘশ্বাস ছিল, সব উড়ে গেল তোমার হাসির শব্দে
এখানে অনেক লুকোনো কান্না ছিল, এখান সেই সব চোখ
তোমাকেই দেখছে
আমাদের এই গড়বন্দীপুরে তুমি, তুমি যেন বিলেত-অ্যামেরিকার চেয়েও
দূরের কোনো স্বর্গের দেবীর মতন
গতবার সরস্বতী পুজোর মণ্ডপে আগুন লেগেছিল, তুমি সেই প্রতিমার
চেয়েও
সুন্দর গো
এখানে শ্বেত কমল ফোটে না, তোমার পা ফেলার মতন সবুজ ঘাসও নেই
ঐ সাপটা দেখে তুমি ভয় পেও না, ও এমন কিছুনা, জলঢোঁড়া
এসো এই বাজ-পড়া গাছটির পাশ দিয়ে
কালভার্টের মাঝখানটা ডেবে গেছে, তাতে কোনো দোষ নেই,
এক হাজার বছর ধরে ওটা এমনই আছে
সামনের এই গোয়ালঘরটি পেরুলেই আধখানা প্রান্তরের ওপাশে দেখবে
সেই গড়
যেখানে স্থাপত্য নেই, ইতিহাস নেই, আছে শুধু ভগ্ন স্মৃতিকথা

একটু সাবধানে এসো
বাবলা কাঁটায় তোমার শরীর যেন ছড়ে না যায়
পাঁজরা বার করা গোরুদুটিকে তুমি ধন্য করলে তোমার স্নেহদৃষ্টিতে
ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়া কার্তিক সাপুইয়ের ছেলেকে বুকে তুলে
আদর করলে তুমি...

হে দেবী, তুমি কি খরায় জ্বলা মাঠে বৃষ্টি এনে দিতে পারো
নেতিয়ে পড়া ধানের বীজে এনে দিতে পারো দুধ
তোমার স্পর্শে আমগাছগুলো থেকে পালিয়ে যাবে সব পোকা
বিদ্যুৎ চমকের মতন তোমার মুখখানি, তুমি আঁচল উড়িয়ে
গেয়ে উঠলে গান
তোমার খুশির লাবণ্যে থরথর করে কাঁপছে কচি কচি সবুজ পাতা
পানা পুকুরটায় আজই প্রথম ফুটলো একটা লাল শাপলা ফুল
গড়বন্দীপুরে আজ আনন্দের প্লাবন বইছে, তুমি এসেছো, তুমি সৌভাগ্যের
দুহিতা...

হে দেবী, এখান থেকে আবার পথ চিনে ফিরে যেতে পারবে তো?
মনে আছে সেই মন্ত্র?
যদি ভুলে যাও, গড়বন্দীপুরের গোলকধাঁধায় আটকে যাবে তোমার পা
তা হলে তুমিও একদিন হয়ে যাবে সাতটি সন্তানের জননী, দিনের শাকচুন্নী,
হাবার মায়ের মন।

মাদারির খেলা, এই আছে, এই নেই

মাঝে মাঝে পূর্বপুরুষদেরও চুরমার করে ভাঙলে মন্দ হয় না
শুধু কি দুচারটে দেবালয়ের দারু ও পাথর, রঙিন কাচ

আমি নিজেকেও ভাঙছি, গলা দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে নামছে
বিষের ধোঁয়া
আজ কখন দিনের পেটে রাত্রি আর রাত্রির গর্ভে ঘুমহীন উল্লাস
কেউ নেই, কেউ কাছে নেই, শুধু খনের শব্দ, শুধু পতনের শব্দ
কোথাও ডাকে না রাতপাখি, জ্যোৎস্না-ফোৎস্না মেরুপ্রদেশে
বেড়াতে গেছে
মাকড়সা জালের মতন নিঃশব্দ পড়ে আছে এই পৃথিবী
আমি কী খুঁজছি, আমি কী খুঁজছি, আমার একাকিত্বে জ্বলছে
আগুন।

মাঝে মাঝে আশ্রমের ধুলোতেও মেশানো দরকার বারুদ
যারা তো হাসি হেসে বংশ রক্ষা করে যাচ্ছে, তারা স্বপ্নেও
ভয় পাবে না?
পায়ের নীচে দ্রুত সরে যাচ্ছে বালি, মাথার কাছে ঝামরে পড়ছে
মেঘ
এসো, এই সময় আমরা একটা মহোৎসব করে
এই শুয়োরের বাচ্চা সভ্যতাকে ভাঙি
এসো, জল ভাঙি, আকাশ ভাঙি, সহানুভূতিকে খুচরো পয়সা
করে বিলিয়ে দিই
টুকরো টুকরো কাচের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে খালি পায়ে
ভিখিরিরা
ওদেরও ডাকো, ওরা যা পায়নি তা ভাঙবার একটু সুখ দাও
ভাঙো শৃঙ্খল, ভাঙো কবিতা, ভাঙো পার্টি অফিসের রামধনু
যারা পরমাণু ভেঙেছে, তারা কি চেটে নিয়েছে সেই ধুলো
ওগো, আমি খবরের কাগজ পড়ি না, এটা কোন্ শতাব্দী,
এই মহাশূন্যের কোন্ দেশ?

আমাকে একটা সুন্দর শৈশবের ছবি দেখিয়ে ভুলিও না, ওটা
একটা
পিকচার পোস্টকার্ড
এই সুখের বাড়িটি কার, আমি তা ঢের দেখেছি ইঁদুরের দৌড়
ইঁদুর-দলপতিরা সব বীর পুরুষ, আমি আসলে বোধহয় পুরুষের
ছদ্মবেশে নারী
আমার মেয়েলি-ছেলে হতে কোনো আপত্তি নেই, আমি
কোনোদিন রাইফেল হাতে
যুদ্ধে যাবো না
আমার ঢাক-ঢোল পেটানো প্রেম নেই, মোষ বা ষাঁড়ের মতো কাঁধ
নেই
আমি কোনো এক লবাব খাঞ্জা খাঁর খামখেয়ালের ছেলে,
আমার মা এক
পাতাকুড়োনি বা অন্য কেউ তা কে
জানে!
আমার হাতে অনেকগুলো ধ্বংস, আমার হাতে কয়েকজন
শূন্যতা
দ্যাখো দ্যাখো মাদারির খেলা, এই আছে এই নেই, এই আছে
এই নেই
তুমি কে গো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াচ্ছে সামনে, তুমি কোন
অন্ধবিশ্বাসের মৌরসীপাট্টা
ওগো ইতিহাস, আমি তোমার চিবুকে বাঁ পায়ের ঠোক্কর দিয়ে
বলবো,
আমি সাত পুরুষের বেজন্মা
সেই রকমই এক বেজন্মা ঈশ্বরের বাচ্চা

ওহে চাঁদবদন, গাল ভরা কথায় কথায় আর খেলিও না!

যার জন্য সারা জীবন

আরও একটু সামনে যেতে হবে
মাত্র আর একখানাই খাড়া পাহাড়, দুটো পাগলা ঝোরা
এখানে বসিস নি, খুকি, ওঠ, আমি হাত ধরে তুলছি, বেলা যে বেশি নেই
কিংশুকের রেণুর মতো ঝরে পড়ছে আসন্ন সায়াহ্ন
অকস্মাৎ অতি চিকন আলোর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে রাস্তা
এই দিগন্তে ধুলো আমার খুবই চেনা, সারা অঙ্গে সাত জন্মের ধুলো
সমস্ত অনিত্যতার মধ্যে আমার এই জন্ম দাগ!
পায়ের তলায় কাঁটা, রক্ত বিন্দু?
পায়ের তলায় এই সামান্য আদিম বর্ণ, আঃ কী আনন্দ
এতক্ষণে রমণী হলে, নীরার চেয়েও অধিকতর নারী
মন্দিরের মূর্তি নও, রাত্রি-জাগা শব্দ-খেলা নও
ব্যথায় তোমায় ওষ্ঠ কাঁপে, শিল্প তোমায় অমর হাসি দেয়নি
পায়ের তলায় এই সামান্য আদিম বর্ণ, আঃ কী আনন্দ
আমার দাঁত, আমার জিভ আজ ধন্য হলো!

এসো আবার চড়াই-উৎরাই
কতটা পথ এসছি, কত দুর্নিবার, বাকিটা আর কিছু না
দুদিকে গাঢ় জঙ্গলের হাতছানি, বাতাস ডাকছে এসো
বসতে পেলেই শুতে চাইবে এমন লোভ মাথায় আর ক্লান্ত মজ্জায়
সুন্দরের সশস্ত্র মোহ, এর আগে কি দেখিনি কক্ষনো?
এখানে বসিস নি, খুকি, ওঠ, আমি হাত ধরে তুলছি, বেলা যে বেশি নেই

আমরা সেই সেখানে যাবো, যেখানে তৃণ সদ্য জেগে উঠছে!

ওদিকে এমনকি ঝড়, নীরা!
আমরা কি আগুন খাইনি এই সেদিন ঘোর পাতালে যাইনি পিকনিকে?
চতুর্দিকে কাড়াকাড়ির খেলা, আমরা কারুক্কে হারাই নি, হার মানিনি
তারের ওপর দিয়ে হাঁটা, সবাই বললো, গেল এবার গেল
শরীর যেন প্রবাসী হাঁস, প্রতিটি দিন ভ্রমণ কৌতুক
মাত্র আর একখানাই খাড়া পাহাড়, দুটো পাগলা ঝোরা
হু হু শব্দে নামছে আকাশ, এখনই নয়, একটু দূরে থাকো!

দ্রিদিম দ্রিম দ্রিদিম দ্রিম ধ্বনি
ধন্যবাদ, আমরা কোনো উৎসবের আমন্ত্রণ আজকে নিচ্ছি না
ঝামরে উঠছে প্রায়ান্ধকার, চূড়ার কাছে সাত ঈগলের ডানা
আমরা আজ সেখানে যাবো, যার জন্য সারা জীবন এত সমস্ত কাণ্ড
শরীর যেন প্রবাসী হাঁস, প্রতিটি দিন ভ্রমণ কৌতুক
চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে, হঠাৎ যদি গড়িয়ে যাই নিম্ন গোলক-ধাঁধায়
আমায় ধরে রাখিস, খুকি, কোমল হাতে অনিঃশেষ মায়া...

রাজসভায় মাধবী

(একটি সংলাপ কাব্য)

(গৌড়বঙ্গের অধীশ্বর লক্ষ্মণসেন দেবের রাজসভা। রাজার দুপাশে বসে আছে কয়েকজন মন্ত্রী ও কবি। এদের মধ্যে আছে রাজার বাল্যসুহৃদ ও প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র, প্রবীণ মন্ত্রী উমাপতিধর, রাজগুরু গোবর্ধন আচার্য এবং তিন সভাকবি: জয়দেব, শরণ ও ধোয়ী। রাজকার্যের বদলে এখন সভায় কাব্যচর্চা চলেছে।]
লক্ষ্মণসেন : ভ্রমর, ভ্রমর! কেন মনে হয় মানুষের চেয়ে

ভ্রমরেরা বেশি সুখী! বসন্ত পবনে যত কাব্যের ভ্রমর
আপনারা ভাসিয়ে দেন তারা সব আনন্দের মণি,
অতৃপ্ত মানুষ তবে ভ্রমরের নামে দেয় প্রাণের উপমা
ধোয়ী : অতৃপ্ত মানুষ! এই সাগর মেখলা পুণ্যভূমি–
বীরশ্রেষ্ঠ, প্রজাপূজ্য, দানশৌণ্ড রাজা যার অধীশ্বর
সে রাজ্যে তো অসুখী বা অতৃপ্ত মানুষ কেউ নেই
শরণ : একটি ভ্রুক্ষেপে আপনি জয় করেছেন গৌড়লক্ষ্মী, আর
নিতান্ত খেলার ছলে বিজিত কলিঙ্গদেশ, শুধু
অঙ্গুলি হেলনে ক্লিষ্ট চেদীরাজ, কাশী ও মগধ
আপনার পদসেবী, অভিমান-হৃত কামরূপ
নিদাঘ সূর্যের মতো আপনার তেজে দগ্ধ অবাধ্য, দুর্জন
মহারাজ, আপনার মুখে কেন অতৃপ্তির কথা?
জয়দেব : অতৃপ্তি তো রাজরোগ। এরই জন্য পররাজ্য জয়
স্বয়ং কেলিনায়ক যিনি, তাঁরও কণ্ঠে শোনা যায় রতি
হাহাকার
যে রাজা জঙ্গমহরি, তিনিও কি নন আরও যশের
ভিখারি
যিনি যাচকের কল্পদ্রুম, হায় নিজের যাজ্ঞা কি তাঁর
কখনো মিটেছে?

[বাইরে কিসের যেন কোলাহল। রাজা স্থির নেত্রে দ্বারের দিকে তাকালেন। হলায়ুধ মিশ্র হাঁক দিয়ে বললেন, দৌবারিক, দেখো তো!]
ধোয়ী : এই স্নিগ্ধ গঙ্গাদেশ, অসংখ্য কুসুম সুবাসিত
মধুলোভী অলিকুল পারিজাত বন ছেড়ে মেঘ হয়ে
আসে
ভূভারতে এরকম শান্তিময় দেশ আর দ্বিতীয় নেই

লক্ষ্মণসেন : আবার ভ্রমর! কবিবর, উপমায়, অলঙ্কারে
এই পতঙ্গটি নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে যেন!
দৌবারিক : রাজসন্দর্শন চায় এক গুচ্ছ নারী ও পুরুষ
মনে হয় তারা ক্ষুব্ধ...
ধোয়ী : ক্ষুব্ধ? এই শব্দটি কি সঠিক হলো হে, দৌবারিক?
তারা প্রার্থী হতে পারে, এই রাজ্যে ক্ষুব্ধ কেউ নয়
হলায়ুধ মিশ্র : আসুক দুজন প্রতিনিধি, যুগ্ম নারী ও পুরুষ।
অন্যেরা দূরত্বে থাক...

[সভাস্থলে মাধবী ও কঙ্কের প্রবেশ। মাধবী আলুলায়িত কুন্তলা, ফুরিতধরা, একবস্ত্রা। তার চক্ষুদুটি কিছুক্ষণ আগে অধৌত হবার কারণে এখন অত্যুজ্জ্বল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এই সদ্য যুবতীটি বিবাহিতা। সঙ্গের লোকটি তার ভাই, সে রক্তাম্বর পরিহিত। পুরুষটি রাজা ও অন্যদের অভিবাদন জানালো, নারীটি রইলো অধোবদনে।]

হলায়ুধ মিশ্র : যা কিছু বলার আছে, সংক্ষেপে বলো
কঙ্ক : সসম্মান পুরঃসর নিবেদন এই, মহারাজ,
দক্ষিণ নগরবাসী সার্থবাহ সম্প্রদায় প্রতিভূ আমরা
এসেছি নিতান্ত বাধ্য হয়ে সুবিচার প্রত্যাশায়
আপনার গুণ গান মনস্বী ও নিঃস্বগণ সমস্বরে গায়
আপনার বাক্য যেন স্বর্ণসম সুদৃঢ়, সুন্দর
ন্যায় ও অন্যায় আছে তুলাদণ্ডে, হে দীনপালক...
রাজা : সুবিচার? কিসের বিচার?
কঙ্ক : বিদ্যুল্লেখার মতো নিষ্কলঙ্ক, তেজস্বিনী, এই যে বালিকা
আমারই সহোদরা, এর দুভার্গের কথা কী করে যে
বলি।
ঐ যে সুপ্রাচীন মহামন্ত্রী, তিনি তো জানেন সব

[কঙ্ক রাজসভার এক প্রান্তে উপবিষ্ট প্রবীণ মন্ত্রী উমাপতিধরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো।]

রাজা : জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ উমাপতি, আপনি কি চেনেন এঁদের?

উমাপতি : বিলক্ষণ চিনি, মহারাজ, জলপ্রপাত তাড়িত
অরণ্য প্রাণীর মতো এরা এসেছিল একদিন।
অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনায়

রাজা : আপনার কাছে এসেছিল? তবে সেই তো যথেষ্ট
আপনি কি দেননি বিধান?

উমাপতি : দিইনি, পারিনি দিতে এমনও ঘটনা কিছু ঘটে
বিচারকও বিচারপ্রার্থীর মতো অসহায় হয়

রাজা : ঠিক বোধগম্য যেন হলো না কথাটা। দোষী অথবা
নির্দোষ
বেছে নিতে ভুল হয় আপনার মতো এত প্রাজ্ঞ
মানুষেরও?

উমাপতি : ভুল নয়, মহারাজ, দ্বিধা

রাজা : দ্বিধা?

শরণ : আহা, বিচারপ্রার্থীরা যদি সশরীরে উপস্থিত
ওদের স্বমুখে তবে শোনা যাক সমুদয় কাহিনী বর্ণন

ধোয়ী : ঠিক ঠিক

রাজা : তোমরা নির্ভয়ে বলল, কী বিচার চাও

কঙ্ক : মহারাজ, ভগিনীর দুর্ভাগ্যের কথা এত সজ্জন সমীপে
বর্ণনা করার মতো শব্দশাস্ত্রজ্ঞান নেই, যদিও আমার...
যদিও আমার...
বক্ষ ফেটে যেন এক নাগরূপী মহাক্ষোভ মুক্তি পেতে
চায়

রাজা : শান্ত হও
হলায়ুধ মিশ্র : শান্ত হও, নাগরিক, সুস্থির নিশ্বাস নাও আগে
গোবর্ধন আচার্য : বরং প্রতিবাদিনী নিজেই বলুক তার কথা
শরণ : ঠিক ঠিক
ধোয়ী : এই রমণীরই মুখে শোনা যাক কী তার কাহিনী

[মাধবী ধীরে মুখ তুলে তাকালো, কিন্তু তার মুখে কোনো কথা ফুটল না।]

রাজা : শুভমস্তু, হে কল্যাণী,
কী জন্য এসেছো, বললো, অসঙ্কোচে বলো
ধোয়ী : রাজার প্রসন্নদৃষ্টি ধন্যা তুমি, বলো
জয়দেব: দৃষ্টোসি তুষ্টা বয়ম
শরণ : উপস্থিত সভাসদ সবাই উদগ্রীব
গোবর্ধন আচার্য : কে তুমি, রমণী, অগ্রে পরিচয় দাও
মাধবী : হে রাজন, সমুদয় গুণিজন, আমি এক বণিক দুহিতা
সিংহেন্দ্রদত্তের কন্যা, পুস্তপাল অচ্যুতভদ্রের পুত্রবধূ
প্রবাসে আছেন স্বামী দীর্ঘকাল
গোবর্ধন আচার্য : অচ্যুতভদ্রের পুত্র? বসুশিব? সে তো বহুদিন
নিরুদ্দেশ
মাধবী : নিরুদ্দিষ্ট নন, তাঁর সপ্তডিঙা ফেরেনি এখনো
অজ্ঞাত সন্ধানী তিনি দূরতর দ্বীপে ভ্রাম্যমাণ
নতুন বাণিজ্য বস্তু নিয়ে ফিরবেন
রাজা : স্বামী নিরুদ্দেশে, এই নবীন বয়সে তুমি একা
কঙ্ক : না, না, মহারাজ, একা নয়, পিত্রালয়ে
এবং শ্বশুর কুলে অনেক আত্মীয়বন্ধু আছে
আমাদের ভগিনীটি বড় আদরের

ধোয়ী : তোমার ভগ্নীকে নিজ মুখে বলতে দাও
রাজা : তুমি চাও, রাজসৈন্য, রণতরী ছুটে যাক তোমার
স্বামীর কুশল সন্ধানে?
মাধবী : সেজন্য আসিনি, মহারাজ
আমি ঠিকই জানি তিনি ফিরবেন, কথা দেওয়া
আছে।
রাজা : তবে?
মাধবী : রমণীর অধিকার আছে কি না সসম্মানে জীবন যাপনে
এসেছি সে কথা জানতে। এই রাজ্যে নারীর মর্যাদা
যদি কেউ কেড়ে নেয়, সেই পাবে রাজ অনুগ্রহ?
রাজা : অলীক, অদ্ভুত প্রশ্ন। সনাতন ধর্ম অনুসারে
এ রাজ্য শাসন হয়, যদি কেউ অপর নারীকে
লোলুপ দৃষ্টিতে দেখে, তপ্ত তৈলে তার দুই চোখ
চির অন্ধকার হবে, এরকমই রয়েছে বিধান।
মাধবী : লোলুপ দৃষ্টিতে শুধু নয়, মহারাজ, এক প্রবল পুরুষ
প্রতিদিন নখ আর দন্ত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে চায়
আমার সম্ভ্রম।
রাজা : সে কি! কে সে নরাধম? এই রাজ্যে কে আছে এমন
ধোয়ী : এ যে অসম্ভব
উমাপতি : নাম বলল, হে মাধবী, স্পষ্টাক্ষরে, মুক্ত কণ্ঠে বলো
মাধবী : মহারাজ...
রাজা : বলো সে পাপীর নাম, পূর্বাহ্নেই অভয় দিয়েছি
মাধবী : প্রোষিতভর্তৃকা আমি, মহারাজ, তবু নই নিঃস্ব অসহায়
ভাই বন্ধু পরিজন, আছে আরও বহুতর স্নেহের
আড়াল

কাব্য-সঙ্গীতের সুধা ভরে রাখে নিজস্ব সময়
কখনো আকাশ দেখি, দূর বনানীর রেখা চক্ষু টেনে
নেয়
এই সব নিয়ে বেশ সুখে থাকা
একা একা গড়ে তোলা নিজস্ব ভুবন
একি কোনো অপরাধ?
রমণীর একাকিত্বে সুখ ভোগে নেই অধিকার?
উমাপতি : যে তোমার নিজস্ব ভুবনখানি মত্তহস্তীসম
বারবার দলে দিয়ে যায় তার পরিচয় দাও
মাধবী : নদীতে অবগাহনে সুখ ছিল, এক দর্পী পুরুষের হাত
কেড়েছে নদীর পথ, নদীও আমার দুঃখ জানে
অলিন্দে দিগন্ত রেখা...সেখানেও মূর্তিমান বাধা
আমার সঙ্গীত সাধা প্রতিদিন ভাঙে এক লোভীর
চিৎকারে
এমন কি রাজপথে প্রকাশ্য দিনের মধ্যে বাহু চেপে
ধরে ক্ষ
মতান্ধ এক যুবা আমাকে আঁধার দিকে নিয়ে যেতে চায়
রাজা : কে সে নরাধম? তার আয়ু আমি কেড়ে নেবো এক
লহমায়
নাম বলো
মাধবী : সকলেরই পরিচিত সেই নাম, শ্রীমান কুমারদত্ত,
তিনি...
রাজা : শ্রীমান কুমারদত্ত! অর্থাৎ..অর্থাৎ...
উমাপতি : আপনার নিজের শ্যালক, মহারানী বল্লভার প্রিয় ভ্রাতা
সুতরাং মহারাজ, এবার বুঝবেন, আমি সব কিছু জেনে

জনতার সাক্ষ্য নিয়ে, তবু কেন বিচারে হয়েছি অপারগ
রাজা : এ যে অবিশ্বাস্য! এ যে নিতান্ত সুদূরতম স্বপ্নেরও
অতীত
বীরশ্রেষ্ঠ, ন্যায়শীল, ধীমান কুমারদত্ত এরকম পাপী?
না, মন্ত্রী উমাপতি, অবশ্যই কিছু ভ্রান্তি ঘটেছে
কোথাও
কিছুতে কুমার নন, অন্য কেউ, অবয়বে কুমার সদৃশ!
উমাপতি : অন্তত পঞ্চাশজন স্বচক্ষে দেখেছে, তারা কুমারকে
চেনে
কঙ্ক : যদি অন্য কেউ হতো, অন্য কোনো কুলাঙ্গার, তবে
নিজ হাতে
এক খগাঘাতে তার মুণ্ড ছিন্ন করে এনে
দিতাম চরণে, মহারাজ

হলায়ুধ মিশ্র : প্রসীদ, প্রসীদ! ওহে সার্থবাহ, বিস্মৃত হয়ো না
রাজার সম্মুখে তুমি কথা বলছো
কঙ্ক : সদ্যোজাত সারণীর মতন পবিত্র এই ভগিনী আমার
সে জানে না কপটতা, অনৃত ভাষণ
জয়দেব : হে কমলাননা নারী, হে বরবর্ণিনী, আরও মন খুলে
বলো
তোমার বাক্যের রঙে দীপ্ত এই রাজসভা, এ যেন
সাগরে
দিগন্ত মায়ার আলো, সহসা মরুতে নীপকন
হে সুন্দরী বলল দেখি, কাব্যপ্রিয়, ধীমান, কুমার
সে কি শুধু তস্কর, দস্যুর মতো লোভী?
প্রণয় রহস্য বড় গুঢ়, তার মর্ম শুধু দুজনায় বোঝে

তোমার মুখের জ্যোৎস্না, ওষ্ঠের অমিয় দেখে
মুনিঋষিরাও
বিচলিত হতে পারে, কুমার তো সামান্য মানুষ!
শরণ : কুমার কি কামবশে তোমার শরীর স্পর্শ করেছে?
অথবা
রচেছে বন্দনা, স্তুতি? সে তো কিছু দোষণীয় নয়
ধোয়ী : যেন সশরীর রতিপতি, সুপুরুষ বহু ললনার প্রিয়
ধীমান কুমারদত্ত প্রণয় কলায় সুনিপুণ, তার প্রতি
তোমার এমন ক্রোধ স্বাভাবিক নয়. তবে, সুন্দরী,
তুমি কি
পুর্ব কোনো প্রতিশ্রুত স্মরণ-বেদনা নিয়ে এসেছো
এখানে?
উমাপতি : বাঃ বাঃ চমৎকার? অতি চমৎকার, হে মহান
রাজকবিগণ
সম্মুখে রয়েছে এক কাতর হরিণী, এক দুঃখদগ্ধ নারী
অপমান বিষে যার সর্বাঙ্গে বিষম জ্বালা, পাণ্ডুর কপোল
তার হৃদয়ের হাহাকারে বুঝি কবিদের করুণা জাগে
না?
আপনারা শুনতে চান রসালো প্রণয় গল্প, অথবা নতুন
রচনার বিন্দু বিন্দু উপাদান খুঁটে খুঁটে নিতে চান বুঝি?
জয়দেব : (স্বগত) আগে রূপ,শরীরের রহস্য কাহিনী, পরে মর্মের
সন্ধান
প্রথমেই মন নিয়ে টানাটানি যে করে সে মুর্খ, কবি
নয়!
রাজা : কে সঠিক অনাচারী, পুনরায় ভেবে বলো

নারী শাস্তির যে যোগ্য তার কিছুতে নিস্তার নেই এই
গৌড়ভূমে
মাধবী : যদি মিথ্যা বলে থাকি...
জিহ্বা যেন শতখণ্ড হয়ে খসে পড়ে
যদি মিথ্যা বলে থাকি....
বাক হোক রুদ্ধ, চক্ষে নিবে যাক জ্যোতি
যদি মিথ্যা বলে থাকি...
জননীও ভুলে যাবে এ কন্যার কথা
মহারাজ, শুধুমাত্র রাজ অনুগ্রহ বলে বলী যে পুরুষ
নারীকে লুণ্ঠনযোগ্য মনে করে, সে রয়েছে এ
রাজপ্রাসাদে
দুঃশীল কুমারদত্ত, আর কেউ নয়!
উমাপতি : মহারাজ, দীপ্তিময় এ নারীর প্রতিটি অক্ষর সত্য

[হঠাৎ সভাস্থলে পাটরানী বল্লভার দ্রুত প্রবেশ]

বল্লভা : মিথ্যা! মিথ্যা! এইসব কথা
মিথ্যার কুটিল জাল...
রাজা : এ কী, মহারানী!
এই রাজসভা মধ্যে...না, না, ফিরে যাও
সামান্য এ রাজকার্য দ্রুত সেরে আমি যাব তোমার
সন্নিধে
বল্লভা : সামান্য এ রাজকার্য? চেড়ীর বর্ণনা শুনে এসেছি
এখানে
আপনি সরলমতি, ক্ষমাশীল, সে সুযোগে ষড়যন্ত্রীগণ
সর্বনাশ করে দিত আমার আড়ালে!

রাজা : না না, সেরকম কিছু নয়। এ তো দৈনন্দিন বিচারের
সভা
কিসের বা ষড়যন্ত্র? মান্যগণ্য সভাসদ আছেন এখানে
বল্লভা : আপনি নীরব হয়ে শুনুন আমার কথা, আমি সব জানি
মহাষড়যন্ত্রী ঐ যে উমাপতিধর মন্ত্রী, আর এ কুলটা
এই দুই কালসর্প...
উমাপতি : আমি ষড়যন্ত্রী? মহারাজ, আচম্বিতে সভাস্থলে
এরকম পরিহাসও রুচিযোগ্য নয়
বল্লভা : সাধু সাজছেন! ভেবেছেন বুঝি পূর্বকথা কিছু মনে
নেই?
আপনি প্রাচীন ঘুঘু, স্বর্গবাসী মহামতি বল্লাল সেনের
আমল থেকেই জানা গেছে আপনার মতি গতি, সে
সময়
ছিলেন আমার স্বামী যুবরাজ, দিবানিশি রাজার সম্মুখে
করেননি যুবরাজ-নিন্দা, তাঁকে সিংহাসন বঞ্চিত করার
দেননি কি কুমন্ত্রণা?
উমাপতি : আরে ছি ছি, সব ভুল জেনেছে, বিপরীত জেনেছেন,
রানী,
সে সময় বর্তমান মহারাজ যৌন চাপল্যে কিছুদিন
ছিলেন বিপথগামী, শস্ত্রে কিংবা শাস্ত্রে ছিল অনাসক্তি
ঘোর
যে কারণে দুরন্ত অশ্বের মুখে বন্ধু টেনে এঁটে দিতে
হয়
সে জন্যই ওঁর সংযমের জন্য উপদেশ দিয়েছি
পিতাকে সিংহাসন অন্যে পাবে, এরকম কথা আমি কদাচ

ভাবিনি।
বল্লভা : তখন ভাবেননি, তবে আজ ভাবছেন, তাই এই
রমণীকে
কল্পিত কাহিনী দিয়ে, আবেগে সাজিয়ে এনেছেন
সভাস্থলে
উমাপতি : এ নারীর স্পষ্ট এক অভিযোগ আছে
বল্লভা : কুচক্রে বপন করা, স্বার্থলোভী শয়তানের মস্তিষ্ক প্রসূত
সে সব রটনা
উমাপতি : শত শত নাগরিক সাক্ষ্য দেবে!
বল্লভা :প্রজা-বিদ্রোহের হীন, কুটিল চক্রান্ত! সব জানা হয়ে
গেছে
এ জগতে অর্থবশ কে নয়? অর্থের লোভে মিথ্যা
সাক্ষী কত!
আর এই পাপীয়সী, রঙ্গময়ী বারনারী, সর্বাঙ্গে নরক
মিথ্যা হাসি কান্না যার নিত্যসঙ্গী, মিথ্যা অঙ্গভঙ্গি অস্ত্র
যার
তার কথা শুনে কেউ বিচলিত হয় যদি
কঙ্ক : সাবধান! সাবিত্রীর মতো পুণ্যশীলা
সীতাসমা সাধ্বী এই ভগিনী আমার
তার নামে যদি কেউ অপবাদ দেয়, তবে তিনি যেই
হোন, আমি তাঁকে
হলায়ুধ : মূঢ়, দুরে সরে যাও, রাজেন্দ্রাণী কথা বলছেন
রাজা: রানী, এইখানে এসে বসো, অপর পক্ষের কথা কিছু
শুনি
বল্লভা : পরন্তপ, এই সব কটুকথা শোনাও বিষম ভুল, পাপ

এই দেহ পসারিনী কী কথা জানাতে চায় তাও আমি
জানি
মাধবী : সামান্য বণিকবধূ আমি, মহারানী, অতি গুণবান স্বামী
পেয়েছি অনেক ভাগ্যে...
বল্লভা : চুপ চুপ! শুধু কি বণিকবধূ, বারাঙ্গনা, বারবধূ তুই
মাধবী : আমার স্বামীর মতো এ জীবনে আর অন্য পুরুষ দেখিনি
বল্লভা : তোর নষ্ট স্বভাবের জন্য তোর স্বামী দুঃখে নিরুদ্দেশে
গেছে।
পুরুষ-শিকারি তুই, ভেবেছিস ফাঁদ পেতে, ছলাকলা
দিয়ে
আমার ভাইকে পাবি? তবে শোন, শত শত অনূঢ়া
রূপসী
কুমারদত্তের শুধু ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আছে
তুই কে রে, পদনখধূলি!
মাধবী : আপনি যা বললেন, তাতে কোনো সত্য নেই
বল্লভা : সত্য, সত্য, আমি যা বলেছি তা-ই ধ্রুব সত্য, এই শেষ
কথা
মাধবী : শুধু বুঝি রানীদেরই সত্যে আছে পূর্ণ অধিকার?
বল্লভা : কাম-পূতি গন্ধ-মাখা, বন্দর-উচ্ছিষ্ট ভোজী, দূর হ! দূর
হ!
রাজা : হুঁ, এবার বোঝা গেল। ছলাকলা পটীয়সী এই ধুরন্ধরী
কুমারদত্তের নামে কলঙ্ক লেপন করে আমারই সুনাম
নষ্ট করতে চেয়েছিল, শাস্তি এরই প্রাপ্য। তবু এবারের
মতো
ক্ষমা করা গেল!

যাও নারী, গৃহে যাও, সুসংবৃত হও!
গোবর্ধন আচার্য : কেমন বিচার হলো? সাক্ষ্য প্রমাণাদি কিছু দেখাই হলো না
হলায়ুধ মিশ্র : চুপ! রাজারানী কথা বলছেন, অন্য কারো অধিকার নেই
মাধবী : মহারানী, আমার প্রণম্যা আপনি, শুধু এই জিজ্ঞাসা আমার না
রী হয়ে নারীত্বকে ধুলোয় লুটোতে দেখে কখনো আপনার
হয় না একটুও খেদ?
নারী নির্যাতনে যদি নারীর ভূমিকা এত নির্মম, নির্দয়
হয়, তবে প্রতিকার চেয়ে আর কার কাছে যাবো?
ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ আপনি, তবু তো আমারই মতো আপনিও নারী
বল্লভা : ফের তোর ছোট মুখে বড় কথা? দূর হ! দূর হ!
মাধবী : যাবো, তবে তার আগে আরও একটি সরল প্রশ্নের সদুত্তর পেতে চাই, যে-দেশের রাজকন্যা ছিলেন একদা
সে দেশে কি বহু বল্লভার ছড়াছড়ি? সে দেশের রমণীরা
পুরুষের সামান্য ইঙ্গিত পেলে শরীরের সব খুলে দেয়?
পরস্ত্রী-বারস্ত্রী কোনো ভেদ নেই, সেই দেশে নারী ও পুরুষ
সকলেই স্বেচ্ছাচারী? আপনিও কি যেথা সেথা শয্যা

পেতেছেন
পুরুষের অহঙ্কার তুষ্ট করবার অভিলাষে?
বল্লভা : ওরে পিশাচিনী, তোর এত স্পর্ধা? তবে এই মুহূর্তেই
শমন সদনে যাবি তুই

[বল্লভা মাধবীর চুলের গুচ্ছ মুঠিতে ধরে তাকে মাটিতে ফেলে পদাঘাত করতে লাগলো। ক্রুদ্ধ কঙ্ককে সরিয়ে নিয়ে গেল প্রহরীরা। গোবর্ধন আচার্য একটি খন্তা তুলে মারতে গেলেন মহারানীকে, তাঁকে বাধা দিল হলায়ুধ মিশ্র। অন্যান্য সভাকবিরা নির্বাক। রাজার চিবুক তাঁর বুকে ঠেকেছে।]
মাধবী : মারো, আরো মারো, দেখি তুমি হিংস্রতায়
কত দূর যেতে পারো
বল্লভা : আজ তোর শেষ! যদি ইষ্টনাম কিছু থাকে সেই জপ
কর
চেড়ী, চেড়ী
অগ্নি নিয়ে আয় এই বেশ্যাটাকে জীয়ন্তে
পোড়াবো
মাধবী : যদি না পোড়াও
আমি প্রায়োপবেশনে প্রাণ বিসর্জন দেবো
এই রাজসভা আজ কিছুতে যাবো না ছেড়ে, যদি না
সম্মান ফিরে পাই
এই রাজসভা আজ মৃত্যু গন্ধে ধন্য হয়ে যাবে
যে শরীরে পুরুষের লোভ সেই রক্ত মাংস
পোকা পতঙ্গের খাদ্য হবে
যে সমাজ রমণীর দেহটাই চেনে শুধু, হৃদয় চেনে না
সেখানে বাঁচতেও ঘৃণা হয়! আমি এতকাল ভেবেছি
আমার কত কিছু আছে, এই আকাশের নীল আলো,

নদীর সঙ্গীত
বৃষ্টিস্নাত দিনের সুষমা, অসীম নক্ষত্রলোক, বৃক্ষছায়া...
হঠাৎ বুঝেছি আজ পুরুষের কাম-প্রেম-আদেশ বা স্তু
তি
এর চেয়ে আর কিছু প্রাপ্য নেই নারীর জীবনে!
বল্লভা : প্রতিহারী!
এই প্রগল্‌ভাকে নিয়ে যাও, দুরে নগর প্রান্তের
পরিখায় ছুঁড়ে ফেলে দাও
মাধবী : পরিখায় কেন, পয়ঃপ্রণালীর গর্ভে কিংবা অতল
সাগরে
মৃত্যু যেখানেই হোক, মৃত্যু শুধু মৃত্যু, তার অন্য রূপ
নেই
শুনে রাখো শেষ কথা
যে-দেশে নারীরা শুধু খাদ্য আর ভোগ্য, পুরুষের
ইচ্ছাদাসী
সে দেশে বাঁচার কোনো সাধ নেই, এই রাজ্য রাজধানী
যাবে
কালগ্রাসে
যে রাজত্বে জননী ও জায়া ভগ্নী, স্বাধীনা নারীর নেই
স্থান
সেই রাজা কোনো দিন প্রতিষ্ঠা পাবে না, তার শিরে
বজ্রপাত হবে!
গোবর্ধন আচার্য : ছেড়ে দাও, হলায়ুধ, যদি আর এক দণ্ড থাকি
এ পাপ পুরীতে
নিঃশ্বাসের বিষে মরবো, ভ্রাতঃ, ছেড়ে দাও

হলায়ুধ মিশ্র : যাও, নগরীর বাইরে চলে যাও

[এই সময় কুমারদত্তের প্রবেশ। ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে সে মাধবীর নাম ধরে ডেকে উঠলো]

কুমারদত্ত : মাধবী, মাধবী, কোথা তুমি প্রাণাধিকে
মাধবী : ষোলো কলা পূর্ণ হতে এটুকুই বাকি ছিল, এসো হে
কুমার
শরীর চেয়েছে, নাও
সহস্র চোখের সামনে, প্রহরী বেষ্টিত হয়ে, সগৌরবে
নাও
তোমার স্পর্শের বিষে সেই মুহূর্তের আগে উড়ে যাবে
প্রাণ
কুমারদত্ত : শরীর তো নয় শুধু, মাধবী, তোমাকে আমি আরও
বেশি কিছু
মনে ভাবি, কল্পনা ঐশ্বর্যময়ী তুমি,
শব্দ-বর্ণ-গন্ধ মেখে সন্ধ্যার নির্জনে
তোমার সঙ্গীত সুধা, তোমার মাধুর্য, সব পেতে চাই
বল্লভা : কুমার, এখানে নয়, প্রহরীরা এ দুষ্টাকে শাস্তি দেবে
তুমি চলো বিশ্রামের কক্ষে, হাত ধরো
কুমারদত্ত : এ রমণী রত্নটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবো
বল্লভা : না, না
কুমারদত্ত : কেনই বা না না বলছো? নিতে হবে, পেতে হবে,
আমার বাসনা
প্রত্যাখ্যান পছন্দ করে না
বল্লভা : কুমার, আমার সঙ্গে চলো দাঁড়াও!
রাজা : বল্লভা, এ কী বিপরীত রীতি, তুমি ভ্রাতাকে

দেখেই
আমাকে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছো
কুমারদত্ত : দিদি, এই জরফ্‌গবটি আর কতদিন?
বল্লভা : চুপ, ওরে চুপ
রাজা : দৌবারিক, দ্বার রুদ্ধ করো
কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধো এই অপরাধ কর্মী প্রমত্ত যুবাকে
বল্লভা : এ কী কথা, মহারাজ? এ রকম রক্ত চক্ষু, স্বেদময় মুখ
আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক নয়, শান্ত হোন! আমি
উপস্থিত
রয়েছি এখানে, তবু কুমারের অঙ্গ স্পর্শ করার সাহস
কার আছে?
কে এমন দুঃসাহসী...
রাজা : আমি! যদি বাধা আসে, তবে নিজ হাতে তরবার
ধারণ করতেই হবে। এই যুবতীর অভিশাপ বাক্য
শুনে
আতঙ্কে কম্পিত বুক। রানী, তুমি, সত্য বটে প্রেয়সী
আমার
তার চেয়ে প্রিয়তর এই দেশ, এই যুদ্ধ দীর্ণ মাতৃভূমি
কোনো ক্রমে ধরে আছি, সহসা এ নির্যাতিত নারীর
ক্রন্দনে
কেঁপে উঠলো সিংহাসন, মনে হলো পায়ের তলায়
চোরাবালি
চতুর্দিকে হাহাস্বর, আকাশে অশুভ ছায়া, প্রলয়-ইঙ্গিত
শুনি যেন অশ্বধ্বনি, ধেয়ে আসে বুঝি মহাকাল...
ওঠো হে মাধবী, তুমি শুধু নারী নও, তুমি বিশ্বের

মানবী
তুমি মাতা-কন্যা-প্রিয়া, উঠে এসো, দুই চক্ষু থেকে
মুছে ফেল অশ্রু ও অনল
ঐ পাপীর শাস্তি আমি নিজে দেবো, আজ ওর বক্ষের
শোণিতে
তোমার ললাটে আমি এঁকে দেবো জয়ের কুঙ্কুম,
দৌবারিক
ওকে নিয়ে এসো–
মাধবী : থাক থাক মহারাজ, রক্তপাতে প্রয়োজন নেই
রক্ত সন্দর্শনে তৃপ্ত হয় যে রমণী, সে কখনো
প্রকৃত মানবী নয়, আমি প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী নই
কুমার তো কেউ নয়, সহস্রের একজন, আমার সমূহ
অভিমান
ছিল আপনার প্রতি, যেখানে বিচার অন্ধ, স্বজন
নির্দোষ
সেই গ্লানি মুক্ত করেছেন, আপনি ধন্য, আর কিছু
প্রার্থনীয় নেই
রাজা : তুমি এই পরস্ব লোভীকে ক্ষমা দিতে চাও?
মাধবী : ওকে দিন বনবাস। কিছুদিন প্রকৃতির সবুজ সেবায়
অন্তর পবিত্র হোক, মুছে যাক চক্ষের কলুষ
যার এই ধরণীর প্রতি প্রেম নেই, সেই মানুষ কখনো
নারীর প্রেমিক হতে পারে?
উমাপতি : স্বস্তি, স্বস্তি! হৃদয়বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে করুণা
হে মাধবী, তুমি তা জেনেছে
সমবেত স্বর : শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি!

রাশিয়ান রুলেৎ

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ ফিরতেই দেখি সে নেই
তার শরীরের ঘ্রাণ, নিশ্বাস তরঙ্গ—এখনো যেন মিলিয়ে যায়নি
তার পায়ের আওয়াজের রেশ, শেষ কথাটি অসমাপ্ত ব্যঞ্জনা
কাঁপছে বাতাসে।

এরকম আচমকা চলে যাওয়ার কোন মানে হয়?
কথা ছিল
আমরা কয়েকজন বন্ধু খুব নিরালা নদীর প্রান্তে কাছাকাছি বসে
হাসতে হাসতে খেলে নেবো রাশিয়ান রুলে
বিদায় শব্দটি কেউ উচ্চারণ করবে না।
হালকা কুয়াশায় ঢাকা নিসর্গ ও দশদিক সাক্ষী থাকবে
ছুটে আসবে ভ্রমণসঙ্গীরা, নর্ম সহচরীদের মতো উড়বে প্রজাপতি...

কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙ্গে, নদীতে পৌঁছনোর খানিকটা আগেই
এমন এক অচেনা শূন্যতা এসে দাঁড়ালো পিছনে, আর কেউ নেই
দূরে একটা বারুদ শব্দ, একটি পাখির ডানা ঝাপটানি
কেউ একজন আমায় খেলায় নিল না।

সমুদ্রের এপারে ওপারে

আকাশে এত নান্দনিক আলো, আজ কি চাঁদের জন্মদিন?
দরজা খোলো
জানলা খোলো

দুহাত তুলে দিবধূদের ডাকো
গুমোট ভেঙে বান এসেছে,
চন্দনের গন্ধবহ বাতাস
সব কলরব থামিয়ে দিল কোন্ মন্ত্র, কোন্ মায়াবী স্বর
ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনি, ভার্জিল না কালিদাসের শোক!

সমুদ্রের এপারে আর ওপারে আজ
হাত বাড়ানো সেতু
হাসতে হাসতে ঘরে ফিরছে দুই বন্ধু, পরমাণু ও মানুষ
বসন্তের বার্তা এলো:
বসুন্ধরা মুক্ত রক্ত লেখা
একলা তুই বসে আছিস এখনও মুখ ঝুলকালিতে মাখা?
বিষাদ-ক্রোধ-হতাশা গুলে পদ্য লিখিস
লজ্জা নেই তোর?

আকাশে এত নান্দনিক আলো, আজ কি চাঁদের জন্মদিন?

সারাজীবন

দগ্ধ মাটির গর্ভ থেকে ফুটে উঠলো গান
জল চাই না, বীজ চাই না, আরও আগুন আন
রোগা আগুন, কালো আগুন, আগুনরঙা খিদে
একটু একটু পাবার আগে, সর্বনাশ দে!

পেরিয়ে মাঠ, আল জাঙাল, ঝামড়ে উঠলো বাতাস
ঘর ছাড়াকে ডেকে বললো, কোন্ ঘর তুই চাস?

দেয়াল জোড়া বর্ষাধারা মাথার ওপর শীত
শাবল দিয়ে ভাঙ আগে সব সাত পুরুষের ভিত!

অচেনা রাত, আঁধার দেশ, ভেতরে এক আলো
কখনো নীল, কখনো পীত, আবার সে হারালো
তুমিও কিছু বলবে না কি, গান গাইবে না?
সারাজীবন হেলায় গেল, হলো না কিছু শোনা!

সে আসবে, সে আসবে

পশ্চিমের অবনত সন্ধ্যায় এক নদীর কিনারে দাঁড়ালো সে
একজন শতাব্দীর ভ্রাম্যমাণ, ইতিহাসের পথ ভোলা পথিক
তার দুচোখে প্রতীক্ষা, তার নিশ্বাসে ব্যাকুলতা
ঠিক এইখানে, এই শ্মশানপ্রান্তে শিশুগাছটির নীচে
কেউ একজন আসবে তার জন্য, কথা আছে, সে নিয়ে আসবে মুক্তি

একদিন এইখান থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছিল তার, যখন এই গাছটির জায়গায়
সদ্য বীজ থেকে বেরিয়েছিল অঙ্কুর, নদীটি ছিল বর্ষার মতন ঝঙ্কৃত
যখন বাতাস ছিল শিশুর হাসির মতন টাটকা, জ্যোৎস্না ছিল ভালবাসার মতন
যখন ফসলের ক্ষেতে লাগেনি রক্তের ছিটে, ঘুমের মধ্যে ধাতব শব্দ
যখন এক রাজকুমার অঙ্গে নিয়েছিল গেরুয়া, এক সেনাপতি পদচুম্বন করেছিল এক ভিখারিণীর

এক কবি দেবমন্দিরের বেদীতে বসিয়েছিল তার হৃদয়েশ্বরীকে

তবু একজন কেউ বলেছিল মানুষের জন্য এই বসুন্ধরা সুন্দরতর হবে
পাহাড়ের গায়ে মেঘের মতন কোথাও আড়ালে রয়ে গেছে মাধুর্য

সে আসবে, সে আসবে, সে আসবে...

হাত

ধরা যাক, আজ থেকে আমি আমার বাবার নাম দিলুম
নিরাপদ হালদার
মাঝারি উচ্চতা, সারা দেহে ঘামাচি রঙের ঘাম মাখা সেই মানুষটি
রানাঘাটের এক ভাতের হোটেলের ম্যানেজার
তা হলে আমি কি মফঃস্বলের ক্লাস এইটে পড়া রাধারমণ?
আমাকে ফর্সা ছেলেরা চাঁটি মারে যখন তখন!

ধরা যাক আমার মা চৌধুরী বাড়ির ঠিকে ঝি,
গালে মেছেতার দাগ।
একটু মুখ খারাপ করা স্বভাব
তা হলে আমি কি সন্ধের দিকে দেশবন্ধু পার্কের ছিনতাইবাজ?
আমার ভাই হিন্দ্ মোটর্সে ট্রেন আটকাতে গিয়ে গুলি খেয়েছে
আমি নিজেও ফিসপ্লেট বিষয়ে শিখে নিয়েছি অনেক কিছু
আমার বোন পোড়া কয়লা কুড়োয় রামরাজাতলায়
কোন কোন দিন ট্রেন আসে না, কয়লাও পোড়ে না!

একটা প্রকাণ্ড শামিয়ানার নীচে আমাদের জন্য রান্না হচ্ছে খিচুড়ি
চারিদিকে ম ম গন্ধ, আমরা যেন শিকারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত
কে যেন তুলে দেখালো একটা খাসির রাং

অনেকেই প্রবল ঊরু চাপড়ে বললো, বাঃ বাঃ বাঃ
আমি অবশ্য জানি না কে আমার বাবা কিংবা প্রকৃত মা
কিন্তু কারুর সঙ্গে হাতে হাত মেলাই নি
হাত দুটো পরিষ্কার তৈরি রাখতে হবে তো
বলা যায় না, কোনো একদিন সত্যিই যদি কিছু একটা ঘটে যায়
যেদিন সবাই আমাকে এসো এসো বলে খুব ভালোবেসে ডাকবে...